Islami Ain O Bichar
Vol. 13, Issue 51& 52
July-Sept. & Oct.-Dec. 2017

শরীয়া মাকাসিদের তাত্ত্বিক বিকাশ : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

The Theorization of Maqāsid al-Sharī’ah: A Historical Analysis

Abu Talib Mohammad Monawer*

ABSTRACT

Some Muslim scholars negate the underlying purposes (Maqāsid) cemented by reason behind a ruling under Islamic Law. On the other hand, some orientalists propose some yet temporal benefits as maqāsid that are alien to the sources of Islamic law and not linked to the ultimate success in the Hereafter. Hence, it is necessary to study the theorization of maqāsid al-sharī’ah to determine its originality. This paper in employing a historiographic method aims to discuss the theorization of maqāsid al-sharī’ah from its inception until theorization. The paper reveals that although the concept of maqāsid al-sharī’ah was not established as a theory since its inception, the holy Qur’an and the Sunnah emphasize it enough through their rulings (ahkaām). Hence, down through the generations, the Muslim jurists had been found to appliy this concept in their ijtihād while extracting rulings. Maqāsid al-sharī’ah started to be systematically theorized by Imam al-Juwaynī and followed by his disciple Imam al-Ghazalī. Afterwards, it was crystallized by Imam al-Shatibi and proclaimed as a new branch of knowledge by Ibn ‘Āshur. The paper also reveals that maqāsid al-sharī’ah ensure human welfare by achieving all possible benefits and avoiding all harms so as to prove Islamic law so dynamic and applicable over time and space

Keywords: sharī‘ah, maqāsid al-sharī’ah, maslahah, istihsān.

* Abu Talib Mohammad Monawer is a PhD Researcher, Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia, email: monawer.azhar@gmail.com

সারসংক্ষেপ

কিছু সংখ্যক মুসলিম স্কলার ইসলামী আইনের অন্তর্নিহিত কারণকে অস্বীকার করেন। অপরদিকে কিছু সংখ্যক প্রাচ্যবিদ কুরআন ও সুন্নাহ বহির্ভূত কিছু উদ্দেশ্যকে শরীয়ার মাকাসিদ হিসেবে প্রস্তাব করেন, যা মানুষের আখিরাতমুখী প্রকৃত কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম নয়। তাই মাকাসিদ আশ-শারীয়ার মৌলিকতা নিরূপণ করতে এর তত্ত্বগত ধারণার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া অতীব জরুরী। এই প্রেক্ষাপটেই অত্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহর সূচনা, ক্রমবিকাশসহ এর তাত্ত্বিক উন্নয়নের পর্যালোচনা করা। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। বক্ষ্যমাণ গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ইসলামী আইন দর্শনের সূচনা থেকে শরীয়া মাকাসিদ একটি তত্ত্ব (থিওরি) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না থাকলেও মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং রাসূলুল্লাহর স. সুন্নাহতে এটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই সাহাবা কিরামসহ পরবর্তী ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ- ফকীহগণ মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ তত্ত্বকে প্রয়োগ করেই ইজতিহাদ করেছেন এবং মানবজীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে অজস্র ইসলামী বিধান উদঘাটন করেছেন। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষাংশে মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহর তত্ত্বগত ধারণার উদ্ভব ঘটে এবং হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে এ ধারণাটি একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বীয় রূপ লাভ করে। অতঃপর হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীতে এটি জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে প্রস্তাবিত হয়। শরীয়া মাকাসিদের মাধ্যমে মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত কল্যাণ ও সফলতা অর্জনের নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব এবং এটিই ইসলামী শরীয়ার প্রাঞ্জলতা ও গতিশীলতার প্রমাণ।

মূলশব্দ: শারীয়াহ, শরীয়া মাকাসিদ, মানবকল্যাণ, ইসতিহসান।

ভূমিকা

মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ কুরআন ও সুন্নাহ প্রদর্শিত মানব কল্যাণমুখী ইসলামী আইন দর্শনের নাম। এর মূল বক্তব্য হচ্ছে, কল্যাণকর সব কিছু অর্জন এবং ক্ষতিকারক সব কিছু বর্জনের মাধ্যমে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্য বয়ে আনা। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, ইসলাম একটি শান্তিকামী ও কল্যাণধর্মী জীবন ব্যবস্থা। এই জীবন ব্যবস্থার সার্বিক বিধিবিধান প্রণীত হয়েছে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানবতার কল্যাণকে নিশ্চিত করতে। তাই মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবীতে মানুষকে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে জীবন পরিচালনার জন্য নবী-রাসূল আ. প্রেরণ করেছেন এবং আসমানী গ্রন্থ নাযিল করেছেন। প্রতিটি আসমানী গ্রন্থেই সমকালীন মানবসমাজকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সব বিধিবিধান ছিল। এ বিধিবিধানগুলোই মূলত ‘শরীয়া’ (شريعة) হিসেবে আখ্যায়িত। প্রত্যেক রাসূল নতুন নতুন শরীয়াত নিয়ে এই পৃথিবীতে আগমন করেছেন এবং

পরবর্তী নবীগণ রাসূলদের আনীত শরীয়াতকে পুনঃপ্রচার করেছেন। সকল শরীয়াতের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধনে দিকনির্দেশনা প্রদান করা। এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী রহ. [১২১৪-১২৭৩ খ্রি.] বলেন:

> ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية
>
> বুদ্ধিবিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই যে, নবী-রাসূলগণের আনীত শরীয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সৃষ্টির ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধন করা (Al-Qurtubī 2003, 2/6)।

ইমাম শাতিবী রহ. [১৩২০-১৩৮৮খ্রি.] বলেন:

> أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق
>
> বিধানদাতা (আল্লাহ্ তাআলা) মানবকল্যাণকে বিবেচনা করেই শরীয়াত (ইসলামী বিধিবিধান) প্রণয়ন করেছেন এবং এ ব্যাপারে সকলেই একমত (Al-Shātibī 1997, 1/221)।

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ স. এর আনীত জীবনবিধান 'ইসলামী শরীয়ত' (শারীয়া ইসলামিয়া) হিসেবে পরিচিত এবং একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনপদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত। তাই ইসলামী শরীয়াত মানবকল্যাণ নিশ্চিতকরণে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোকে সংরক্ষণ করতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। যেসব মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে মানবকল্যাণ নিশ্চিতকরণের এই মহান লক্ষ্য সাধিত হবে সেগুলোর সমষ্টিকে ইসলামী আইন দর্শনের ভাষায় 'মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ' বা 'ইসলামী শরীয়তের মৌলিক উদ্দেশ্য' অথবা 'শরীয়া মাকাসিদ' (Objectives of Shari'ah / Objectives of Islamic Law) বলা হয়। মানবকল্যাণে শরীয়া মাকাসিদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এজন্য ইসলামী আইন-দর্শনের সূচনা থেকে বিভিন্ন ধাপে মুসলিম স্কলারদের ইজতিহাদে শরীয়া মাকাসিদের প্রয়োগ হয় এবং শরীয়া মাকাসিদ তার তাত্ত্বিক রূপ লাভ করে। একই ধারাবাহিকতায় অদ্যাবধি এর প্রায়োগিক ও তাত্ত্বিক পর্যালোচনা হয়ে আসছে। অত্র প্রবন্ধে মাকাসিদ আশ্-শারী'য়াহর সূচনা, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এর ক্রমবিকাশ ও তাত্ত্বিক উন্নয়নের একটি পর্যালোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

শরীয়া মাকাসিদ ও মানবকল্যাণ

শরীয়া মাকাসিদের মূল মর্মই হচ্ছে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সব মানুষের কল্যাণ সাধন করা। ইবনুল কাইয়্যিম রহ. [১২৯২-১৩৪৯খ্রি.] বলেন:

> فإن الشريعة مَبْنَاها وأساسَهَا على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عَدْلٌ كلُّها، ورحمةٌ كلها، ومصالحُ كلها، وحكمةٌ كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجَوْر، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل
>
> শরীয়তের মূলসূত্র ও ভিত্তি হচ্ছে, অন্তর্নিহিত রহস্য ও প্রজ্ঞা (হিকমাহ) এবং মানুষের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধন। শরীয়ত পুরোটাই ন্যায়, অনুগ্রহ, প্রজ্ঞা এবং কল্যাণে ভরপুর। সুতরাং যে কোন বিষয় ন্যায়পরায়ণতা বহির্ভুত হয়ে অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়লে, অনুগ্রহ বিচ্যুত হয়ে রূঢ় হলে, কল্যাণ বিচ্যুত হয়ে অকল্যাণে পরিণত হলে এবং উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে অনর্থক হয়ে পড়লে সেটি শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও [কারো কারো মতে] সেটিকে ব্যাখ্যার (تأويل) মাধ্যমে শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে বিবেচনা করা হয় (Al-Jawziyyah 1998, 3/3)।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. [১২৯২-১৩৪৯খ্রি.] এর এ উক্তি তথা ইসলামী শরীয়তের মানবকল্যাণ দর্শনের ব্যাপারে পরবর্তী সকল ইমাম এবং নির্ভরযোগ্য স্কলারগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহ. [১৭০৩-১৭৬২খ্রি.] বলেন,

> وقد يظن أن الأحكام الشرعية غير متضمنة لشيء من المصالح ... وهذا ظن فاسد تكذبه السنة وإجماع القرون المشهود لها بالخير.
>
> এমন ধারণাও পোষণ করা হয় যে, শরীয়তের বিধিবিধান ও আহকাম কোন ধরনের মানব কল্যাণমুখী নয়। এটি এমন ভুল ধারণা, যা রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ এবং সোনালী যুগের (القرون خير) ইজমা'র (সমকালীন সকল আলিমের ঐকমত্য) দ্বারা ভ্রান্ত প্রমাণিত (Al-Dehlawī 2005, 1/27)।

অতএব, শরীয়া মাকাসিদের ভিত্তিতে যে বিধান রচিত হয়, তা সকল মানুষের কল্যাণসাধনে অবদান রাখতে সক্ষম।

শরীয়া মাকাসিদের আভিধানিক সংজ্ঞা

মাকাসিদ আশ-শারীয়াহ (مقاصد الشريعة) আরবীতে মাকাসিদ (مقاصد) ও শারীয়াহ (الشريعة) এর সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌগিক শব্দ। مقاصد বহুবচন, একবচন হচ্ছে مقصد। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে উদ্দীষ্ট ও গন্তব্য; মানুষ যা উদ্দেশ্য করে থাকে কিংবা যে গন্তব্যে পৌঁছাতে চায়। এছাড়া মাকাসিদের শব্দমূল ইচ্ছা, সরল পথ, মধ্যমপন্থা এবং ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি অর্থকেও অন্তর্ভুক্ত করে (Al-Fīrūzābadī 1952, 3/45-46; Ibn Fāris 1970, 3/262; Al-Isfahānī ND, 259; Al-Zubaydī

1391H, 9/39; Ibn Manjūr 1992, 11/179)। এই পৃথিবীর প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন মানুষের প্রতিটি কাজের একটি উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্যবিহীন যে কোন কাজ অনর্থক বিবেচিত হয়। একইভাবে এ পৃথিবীর স্রষ্টা মহান আল্লাহ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টির জন্য বিধান দিয়েছেন কিছু মহৎ লক্ষ্যকে সামনে রেখে।

শরীয়া (شريعة) শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- সরল পথ, পদ্ধতি, পন্থা, আইন, বিধান, পানির ঝর্ণা বা ঘাট ইত্যাদি (Al-Zubaydī 1391H, 9/259)। ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানী উল্লেখ করেন, শরীয়তকে পানির ঝর্ণার (شريعة الماء) সাথে তুলনা করেই শরীয়া হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। পানির ঝর্ণাতে কোন ব্যক্তি অবতরণ [অতঃপর পান] করলে তার পিপাসা দূরীভুত হয়ে যায় এবং [পানি ব্যবহারে] সকল প্রকার অপরিচ্ছন্নতা থেকে সে পবিত্র হয়ে যায়, অনুরূপ শরীয়ত থেকে যে ব্যক্তি বা সমাজ জ্ঞান আহরণ করবে এবং তাদের সকল কাজে দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করবে, সে ব্যক্তি ও সমাজ সঠিক জ্ঞান পেয়ে পরিতৃপ্ত হবে এবং তাদের সকল প্রকার অজ্ঞতা ও অন্ধত্ব দূর হয়ে যাবে (Al-Isfahānī ND, 262)।

শরীয়াতের পারিভাষিক সংজ্ঞায় ইমাম রাগিব রহ. [মৃ. ১১০৮ খ্রি.] বলেন:

هي ما شرع الله تعالى لعباده من الدين

"আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যে দীন (জীবনব্যবস্থা) প্রণয়ন করেছেন, তাই শরীয়ত" (Ibid)।

তাজুল আরুস গ্রন্থেও অনুরূপ অভিব্যক্তির উল্লেখ রয়েছে (Al-Zubaydī 1391H, 9/259)। এই গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে:

قال كراع: ما سن الله من الدين وأمر به

"ভাষাবিজ্ঞানী কুরা' বলেন, আল্লাহ যে দীন প্রবর্তন করেছেন এবং মানুষকে যা কিছু নির্দেশ দিয়েছেন তাই শরীয়ত (Al-Zubaydī 1391H, 9/259)।

ইমাম ইবনুল আসীর রহ [১১৬০-১২৩৩ খ্রি.]ও অনুরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

هو ما شرع الله لعباده من الدين أي سنه لهم وافترضه عليهم (Ibn al-Athīr 2002, 2/413)।

আধুনিক যুগে শরীয়াহ শব্দটি বিশেষত নিম্নোক্ত দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়:
প্রথমত পূর্ণাঙ্গ দীন অর্থে, এটি ইসলামের আকীদা, 'ইবাদত, শিষ্টাচার, আইন ও সামাজিক লেনদেনসহ সব কিছুকে বুঝায়। অন্য কথায়, ইসলামের মৌলিক ও শাখা-প্রশাখা এবং তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সকল দিক শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত। তাই ড. বাদাভী [জ. ১৯৬২খ্রি.] বলেন, জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশনা থেকে বের হয়ে কাজ করা মানুষের জন্য সমীচীন নয়, বরং যা কিছু মানুষের জন্য শোভনীয় ও

কল্যাণকর সেটিই শরীয়তের মূলনীতি; শাখা-প্রশাখা তথা গৌণ নীতিমালা, পারিবারিক নীতিমালা, দৈনন্দিন কাজকর্মের নির্দেশনা, রাজনীতি কিংবা লেনদেনের বিধান সব কিছুই এ কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত (Al-Badawī 2000, 522)।

তিনি আরো বলেন, শরীয়ত প্রসঙ্গে দু ধরনের লোক ভুল করে। একদল অজ্ঞতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ কিংবা শুধুমাত্র প্রবৃত্তির অনুসরণ হেতু ধারণা করে যে, শরীয়ত তাদের প্রয়োজন মেটাতে এবং কল্যাণ সাধনে অক্ষম। এজন্য তারা শরীয়ত এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে পড়ে। আরেক দল শরীয়তের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বুঝতে তাদের অপারগতা হেতু শরীয়তের (ব্যাপক) পরিধিকে সংকীর্ণ করে ফেলে। ফলে অন্যদের সাথে মিশে তারা ধারণা করে যে, শরীয়ত অনুযায়ী আমল করা অর্থাৎ শরীয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এমন অসার ধারণার মূল কারণ হচ্ছে, শরীয়তের পরিভাষা ও মাহাত্ম্য এবং ব্যাপকতা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা (Ibid, 523)।

দ্বিতীয়ত শরীয়া ফিকহ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ফিকহ অর্থে শরীয়ত দ্বারা ইসলামের প্রায়োগিক বিষয়সমূহকে বুঝানো হয়, যা ইবাদাত, মুয়ামালাত বা ব্যবসায়িক লেনদেন, পরিবার, সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্র পরিচালনা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে (Al-Qaradāwī 2008, 19-20)। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শরীয়তের অর্থকে আরো স্পষ্ট করে এভাবে বলা যায়- ইসলামের আইনগত দিককেই (Islamic Law) শরীয়ত বলা হয়। তবে এটি প্রচলিত আইন ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন এবং অধিকতর সুষ্ঠু ও কার্যকর। এর বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা তাকে প্রচলিত সব আইন ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠতর করে রেখেছে (Al-Raysūnī 1999, 10)।

শরীয়া মাকাসিদের পারিভাষিক সংজ্ঞা

পূর্বসূরী আলিমগণের মধ্যে যারা শরীয়া মাকাসিদের অগ্রদূত ছিলেন যেমন ইমাম আল-জুওয়াইনি [১০২৮-১০৮৫ খ্রি..], ইমাম গাযালী [১০৫৮-১১১১ খ্রি.] ও ইমাম ইজ্জ ইবন আব্দুস সালাম [১১৮১-১২৬২ খ্রি.] প্রমুখ, এমনকি মাকাসিদের জনক ইমাম শাতিবীও [১৩২০-১৩৮৮ খ্রি.] নির্দিষ্টভাবে এর পরিভাষাগত কোন সংজ্ঞা প্রদান করেননি। কারণ, তাঁরা মনে করতেন যে, শরীয়তের জ্ঞানসম্পন্ন সকল ব্যক্তিই শরীয়া মাকাসিদের অর্থ সম্পর্কে অবহিত। তবে আধুনিক স্কলারগণ মাকাসিদ আল-শারীয়ার বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। তন্মধ্যে নিম্নের সংজ্ঞাগুলো উল্লেখযোগ্য:
ইবনে আশূর [মৃ. ১৮৭৯-১৯৭৩খ্রি.] বলেন:

هي المعاني والحكم الملحوظة في جميع أحوال التشريع او معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

"ইসলামী শরীয়ার সাধারণ মাকাসিদ (مقاصد عامة/ General Objectives) হচ্ছে, এমন কিছু অন্তর্নিহিত গূঢ়তত্ত্ব ও রহস্য, যা শরীয়তের সকল কিংবা অধিকাংশ অবস্থায় এমনভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, তা শরীয়তের বিধিবিধানের (أحكام/ Rulings and Provisions) বিশেষ কোন প্রকরণে সীমাবদ্ধ থাকে না" (Ibn ʿĀshūr 2001, 1/171)।

অর্থাৎ ইসলামের প্রায় সকল বিধান ও নির্দেশনায় মানব কল্যাণমুখী কিছু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আছে, একেই মাকাসিদ আশ্-শারীয়া বলে। অন্তর্নিহিত এই রহস্য ও কল্যাণ ইসলামের প্রায় সকল বিধান ও নির্দেশনায় পরিলক্ষিত হয়।

আল্লাল আল-ফাসী (১৯১০-১৯৭৪ খ্রি.) বলেন:

المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

"মাকাসিদ আশ্-শারীয়া এর অর্থ হচ্ছে শরীয়তের উদ্দেশ্য এবং রহস্যসমূহ যেগুলো শরীয়া প্রবর্তক (আল্লাহ তাআলা) প্রতিটি বিধানেই (حكم) অন্তর্নিহিত রেখেছেন" (Al-Fāsī 1993, 7)।

ইউসুফ আল-কারাযাভী (জ. ১৯২৬খ্রি.) বলেন:

الغايات التي تهدف اليها النصوص من الأوامر والنواهي والاباحات، وتسعى الاحكام الجزئية الى تحقيقها في حياة المكلفين أفرادا وأسرا وجماعات وأمة

"[শরীয়তের] নসসমূহ (কুরআন-সুন্নাহর লিখিত দলীলসমূহ) নির্ধারিত আদেশ, নিষেধ এবং মুবাহ (বৈধ) কার্যাদির মাধ্যমে যেসব উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় এবং মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামষ্টিক ও জাতীয় জীবনে [ইসলামের] গৌণ বিধানসমূহ যে উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করতে চায়, তা-ই মাকাসিদ আশ্-শারীয়া (Al-Qaradāwī 2008, 20)।

অর্থাৎ মানব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কুরআন-সুন্নাহর আরোপিত যাবতীয় বিধিনিষেধ এবং অনুমোদিত নিয়মনীতির নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে, যেগুলোর বাস্তবায়ন বাঞ্ছনীয়। এগুলোই শরীয়া মাকাসিদ হিসেবে পরিচিত।

আহমাদ আল-রাইসূনী (জ. ১৯৫৩খ্রি.) বলেন:

إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت لاجل تحقيقها لمصلحة العباد

"মাকাসিদ আশ্-শারীয়া হচ্ছে মানব কল্যাণমুখী সেসব উদ্দেশ্য, যেগুলো অর্জনের জন্য শরীয়ত প্রণীত হয়েছে" (Al-Raysūnī 1995, 19)।

অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ইসলামী বিধিবিধানের মধ্যে আল্লাহ আলার কতিপয় উদ্দেশ্য রয়েছে। ইসলামী বিধিবিধান পালনের মাধ্যমে এসকল উদ্দেশ্য হাসিল হলেই মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত হবে। আল্লাহ তাআলার এসকল উদ্দেশ্যকেই শরীয়া মাকাসিদ বলা হয়।

উপরোল্লেখিত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে মাকাসিদ আশ্-শারীয়াকে আরো পূর্ণাঙ্গ ও সাবলীলভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে, মাকাসিদ আশ্-শারীয়া হচ্ছে

الغايات والحكم التي وضعها الشارع في جميع النصوص من الأوامر والنواهي والإباحات وغيرها لتحقيق مصالح العباد في الدارين

"শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্যে প্রণীত বিধিবিধানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যসমূহ, যেগুলো বাস্তবায়িত হলে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিত হবে"।

নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে উক্ত সংজ্ঞার দিকসমূহ তুলে ধরা যায়:

চিত্র ১: মাকাসিদ আশ্-শারীয়া এর ফ্রেমওয়ার্ক

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

- **শরীয়ত প্রণেতা:** শরীয়া মাকাসিদ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নির্দেশিত। ইমাম শাতিবী বলেন, শরীয়ত প্রবর্তকের বক্তব্যই কল্যাণ ও ক্ষতি নির্ণয়ের মাপকাঠি (Al-Shāṭibī 1997, 3/41)। তাই মানুষের স্বার্থনিহিত ও মনগড়া উদ্দেশ্যসমূহ শরীয়া মাকাসিদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ জাতীয় মানবকল্যাণ, দর্শন ও মাকাসিদের প্রচারণা লক্ষ্য করা যায় কিছু সংখ্যক ওরিয়েন্টালিস্ট (প্রাচ্যবিদ/ مستشرق)-এর লেখনীতে। তারা নিজেদের মনগড়া কিছু পার্থিব ও কল্পিত কল্যাণকে শরীয়া মাকাসিদ

হিসেবে প্রচারণা করেন। এর মাধ্যমে তারা দুর্বল ঈমানসম্পন্ন ও স্বল্প জ্ঞানী মুসলিমদের সামনে বিভিন্ন সংশয় সৃষ্টি করেন এবং ইসলামকে তার অনুপম সৌন্দর্য থেকে আলাদা করে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে থাকেন।

- **কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্য:** শরীয়া মাকাসিদ কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যে নির্দেশিত। তাই কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য বহির্ভূত যে কোন কল্যাণ বা স্বার্থ শরীয়া মাকাসিদের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে এমন মাকাসিদ মানুষের জন্য কল্যাণকরও নয়। বাস্তবিক পক্ষে যেসব মাকাসিদ কুরআন ও সুন্নাহর কোন দলিল থেকে উৎকলিত নয়, তা ধারণা প্রসূত। ইমাম ইবন তাইমিয়া বলেন, যেসব বিষয়কে মানুষের জন্য কল্যাণকর হিসেবে ধারণা করা হয়, তন্মধ্যে যা শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক তা ভ্রান্ত। অর্থাৎ সেটি প্রকৃতপক্ষে মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম নয়। পক্ষান্তরে যা শরীয়তের মূলনীতির অনুকূলে তা সঠিক। অর্থাৎ তা প্রকৃতপক্ষে মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম (Ibn Taimiyyah 1398H, 19/310; Al-Badawī 2000, 523)। অতএব, কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য বহির্ভুত ওরিয়েন্টালিস্টদের প্রস্তাবিত ও প্রচারিত উদ্দেশ্যগুলো শরীয়া মাকাসিদের অন্তর্ভুক্ত নয়।
- **আহকাম:** আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাহর মাধ্যমে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে অনেক (হুকুম) বিধান মানুষের ওপর আরোপ করেছেন যেগুলো আদেশ, নিষেধ, মুবাহ ইত্যাদি নির্দেশনায় আরোপিত। মূলত কুরআন ও সুন্নাহর এসব আহকাম থেকেই শরীয়া মাকাসিদ উৎঘাটিত ও নির্ধারিত। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, আল্লাহ তাআলা ফরযকে (অত্যাবশ্যকীয়ভাবে করণীয় বিষয়সমূহকে) ফরয করেছেন এবং হারামকে (আবশ্যকীয়ভাবে বর্জিত বিষয়সমূহকে) হারাম করেছেন এ কারণে যে, এগুলো তাঁর সৃষ্টির জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে এবং তাদের থেকে ক্ষতি ও অনিষ্টতা দূরীভুত করবে (Ibn Taimiyyah 1996, 341; Al-Jundī 2008, 20)।
- **উদ্দেশ্যসমূহ:** কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিটি নির্দেশনার অন্তর্নিহিত কিছু মৌলিক উদ্দেশ্য (মাকাসিদ) রয়েছে, যেগুলো সর্বজনীন ও ব্যাপক। এমন মাকাসিদ হচ্ছে পাঁচটি যথা- দীন রক্ষা, জীবন রক্ষা, বংশ রক্ষা, সম্পদ রক্ষা এবং ধীশক্তি রক্ষা। এই পাঁচটি মাকাসিদ ইমাম শাতিবীর (১৩২০-১৩৮৮খ্রি.) ভাষায় পৃথিবীর মানুষের অপরিহার্য মৌলিক চাহিদা (Al-Shātibī 1997, 1/31)। পাশাপাশি প্রতিটি নির্দেশনার (আদেশ, নিষেধ, মুবাহ ও অন্যান্য আহকামের) রয়েছে কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য, যা মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম। এ সকল

বিশেষ মাকাসিদের মাধ্যমে মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী বিধিবিধানের প্রজ্ঞা, কল্যাণমুখিতা ও সহজসাধ্যতা এবং সর্বোপরি ইসলামের অনুপম সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। কুরআন ও সুন্নাহতে আরোপিত সকল আহকামের মধ্যে কিছু হুকুমের উদ্দেশ্য কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ শরীয়ত প্রণেতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং তাঁর রাসুল স. আরোপিত হুকুমের পাশাপাশি তার অন্ত র্নিহিত কারণ ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন। আর কিছু হুকুমের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি বরং এর উদ্দেশ্য উৎঘাটনের দায়িত্ব মানুষের উপর (বিশেষত যারা ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেছেন এমন মুজতাহিদগণের উপর) আরোপিত। মুজতাহিদগণ তাদের প্রজ্ঞা ব্যবহার করে স্বীকৃত পদ্ধতিতে কুরআন ও সুন্নাহর বিশেষ কিংবা সাধারণ কার্যকারণ গবেষণা করে এমন হুকুমের উদ্দেশ্য উৎঘাটন করে থাকেন।

- **ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ:** আল্লাহ তাআলা প্রণীত শরীয়তের যেসব উদ্দেশ্য রয়েছে সেগুলো সবই মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের নিমিত্তে। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, এটি পরীক্ষিত ও নিশ্চিত বিষয় যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে শরীয়ত দিয়ে মুহাম্মাদ স. কে পাঠিয়েছেন, তা মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জগতের কল্যাণকে নিশ্চিত করে (Ibn Taimiyyah 1398H, 19/310; Al-Badawī 2000, 523)।

শরীয়া মাকাসিদের কয়েকটি পরিভাষা (مصطلحات/ Terminology)

পূর্ববর্তী স্কলারগণ শরীয়া মাকাসিদকে বুঝানোর জন্য মাকাসিদ আশ্-শারীয়া ছাড়াও আরো কতিপয় পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন, অন্তর্নিহিত কার্যকারণ (علة/ علل/ reason), প্রজ্ঞা/ রহস্য (حكمة/ حكم/ wisdom), উদ্দেশ্য (قصد/ purpose), ক্ষতি প্রতিহতকরণ (دفع الأذى/ elimination of harm), প্রয়োজন ও সৌন্দর্য (حاجيات وتحسينات/ requirements and embellishments), উপকার ও ক্ষতি (مصالح ومفاسد/ well-being and ruins), কোমলতা ও নম্রতা (رفق ولين/ kindness and leniency), কারণ দর্শানো (تعليل/ ratiocination), কল্যাণ (مصلحة/ مصالح/ well-being), মর্মকথা (مغزى/ gist), অন্তর্নিহিত বিষয় (معاني/ underlying insights), শরীয়ার সারমর্ম (مراد الشريعة/ purport of Islamic law), শরীয়ার রহস্য (أسرار الشريعة/ secrets of Islamic law), শরীয়া প্রণেতার উদ্দেশ্য (مراد الشارع/ purport of lawgiver), ওহীর উদ্দেশ্য (مقصود الوحي/ purpose of revelation), সৃষ্টির কল্যাণ (مصالح الخلق/ well-being of creations), ক্ষতির বিলোপ, অপসারণ ও প্রতিহতকরণ (نفي الضرر ورفعه وقطعه/

removal of injury) কষ্ট প্রতিহতকরণ ও বিলোপ (دفع المشقة ورفعها/ elimination of hardship), লক্ষ্য (غرض/ objective), উদ্দেশ্য (هدف/ goal), উপযুক্ততা/ যথার্থতা (مناسبة/ suitability, adequacy, convenience), দুর্ভোগ ও সংকীর্ণতার অপসারণ এবং সহজসাধ্যতা ও সহজলভ্যতার প্রতিষ্ঠা, (رفع الحرج والضيق وتقرير التيسير والتخفيف/ removal of trouble and hardship; and settlement of simplification and ease), সৌন্দর্যসমূহ (محاسن/ beaut), শরীয়তের সামগ্রিক নীতিমালা (كليات الشريعة/ inclusive principles of Islamic law) ইত্যাদি (Al-Jundī 2008, 48; Al-Khādimī 1998, 47; Al-Shāṭibī 1997, 1/410)।

শরীয়া মাকাসিদের সামগ্রিকতা (شمولية /Inclusiveness and Comprehensiveness)

মাকাসিদ শুধুমাত্র সর্বশেষ শরীয়াত তথা ইসলামী শরীয়তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং আল্লাহ্ তাআলা সকল শরীয়তের জন্য নির্দিষ্ট কিছু মাকাসিদ তথা লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। বরং সৃষ্টিকুলকে তিনি উদ্দেশ্যবিহীন এবং অনর্থক সৃষ্টি করেননি (Al-Qurān, 3:191)। অধিকন্তু, গোটা মানবকুল (Al-Qurān, 51:56) এবং যুগে যুগে বিভিন্ন নবী রাসূল প্রেরণেরও কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল (Al-Qurān, 21:25)। শুধু তাই নয়, প্রতিটি মানুষকে তার সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সকল যুগেই তাঁর পক্ষ থেকে সঠিক পথ নির্দেশনা (هدى) পাঠিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- মানুষের প্রতিটি কাজে সঠিক পথের দিশা দেয়া এবং তাকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করা (Al-Qurān, 20:123)।

ইমাম শাতিবী বলেন, মানুষের অপরিহার্য মৌলিক চাহিদা (الضروريات/necessities) পাঁচটি যথা: দীন রক্ষা (حفظ الدين/ protection of deen/ religion), জীবন রক্ষা (حفظ النفس/ protection of life), বংশ রক্ষা (حفظ النسل/protection of progeny), সম্পদ রক্ষা (حفظ المال/protection of property), এবং ধীশক্তি রক্ষা (حفظ العقل/protection of intellect)। ইমাম শাতিবীর পূর্ববর্তী অনেক আলিম মনে করেন, এই পাঁচটি অপরিহার্য মৌলিক চাহিদা প্রত্যেক মিল্লাতেই (নবীর উম্মত) সমপরিমাণ গুরুত্বে সংরক্ষণ করা হয়েছে (Al-Shāṭibī 1997, 1/31)। ইমাম শাতিবীর পূর্বে ইমাম গাযালী বলেন, সৃষ্টির কল্যাণে নিবেদিত যে কোন জাতি (মিল্লাত) কিংবা শরয়ী বিধান (শরীয়ত) এই পাঁচটি মূলনীতি শূন্য হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এজন্য কুফরী, মানুষ হত্যা, ব্যভিচার, চুরি ও মদ্যপান ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ (হারাম) ঘোষণার ক্ষেত্রে কোন শরীয়ত দ্বিমত পোষণ করেনি (Al-Gazālī 1413H, 174)। সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ স. এর প্রতি সর্বশেষ শরীয়ত তথা ইসলামী শরীয়ত অবতারিত, যা মাকাসিদকে আরো পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বতোভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

যদিও ইমাম আবু ইসহাক আল-শাতিবীকে মাকাসিদের জনক বিবেচনা করা হয়; কিন্তু গবেষণায় দেখা যায়, মাকাসিদের জ্ঞান ও প্রয়োগ নতুন কোন বিষয় নয়; বরং সূচনালগ্ন থেকেই এটি শরীয়তের মূলবাণী ও ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। কুরআন ও সুন্নাহই সর্বপ্রথম শরীয়া মাকাসিদকে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছে। পাশাপাশি মাকাসিদের উদাহরণ এবং এর সাধারণ (عامة/ general) ও বিস্তারিত নমুনা (تفاصيل/ details) উপস্থাপন করেছে। যদিও অনুগত মুসলিমদের নিকট কুরআনের পবিত্রতা ও এর প্রতি ঈমানই প্রাধান্যের বিষয় এবং এর গ্রহণযোগ্যতার জন্য কোন ধরনের কারণ, রহস্য, উদ্দেশ্য কিংবা কল্যাণ অনুসন্ধান করা জরুরী নয়, তবুও কুরআন-সুন্নাহ ইবাদত, মু'আমালাতসহ (নাগরিক আচরণ ও লেনদেন/ civil dealings) সকল প্রকার বিধিবিধানের (أحكام) কার্যকারণ (علة/cause) ও উদ্দেশ্য (مقاصد/ purpose) বর্ণনা করেছে (Al-Jawziyyah 1432H, 2/22)।

কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যে শরীয়া মাকাসিদ

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন,

> والقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح ... ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة
>
> হিকমাহ (অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য) ও জনকল্যাণ উল্লেখের মাধ্যমে আহকামের কারণ বর্ণনায় (تعليل/ ratiocination) কুরআন-সুন্নাহ ভরপুর ...। এমন বর্ণনা যদি কুরআন ও সুন্নাহতে একশত কিংবা দুইশত স্থানেও হতো, তাহলে এর সবগুলোই আমি উল্লেখ করতাম, বরং কুরআন ও সুন্নাহতে এর উল্লেখ বিভিন্ন পন্থায় সহস্রাধিক (Al-Jawziyyah 1998, 1/169)।

যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

> يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
>
> "আল্লাহ তোমাদের সাথে নরম নীতি অবলম্বন করতে চান, কঠোর নীতি অবলম্বন করতে চান না" (Al-Qurān, 2:185)।

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা শরীয়ার একটি সাধারণ মাকসাদ (general objective) উল্লেখ করেছেন, যা হচ্ছে সহজতা (التيسير/ simplicity)। ইসলামের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সহজতার বিধানকে আরোপ করেছেন। যেখানে মানুষ সত্যিকারার্থে কাঠিন্যতার সম্মুখীন হয়, সেখানেই ইসলাম সহজতাকে বিধান করে দিয়েছে। তাই যুগে যুগে মুজতাহিদগণ কুরআন সুন্নাহর আলোকে আল্লাহ তাআলার বিধানকে সহজভাবে উপস্থাপন করার জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

অবলম্বন করেছেন এবং সে আলোকে গবেষণা করেছেন। রাসূল স. শরীয়তের বিধিবিধানের সহজতর পন্থাকেই গ্রহণ করতেন এবং উম্মতদেরকেও সহজ পন্থাকে অবলম্বন করতে উৎসাহ দিয়েছেন।

অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

> خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
>
> "হে নবী! তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা নিয়ে তাদেরকে পাক পবিত্র করো, এর মাধ্যমে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করো এবং তাদের জন্য রহমতের দোয়া করো। তোমার দুআ তাদের সান্ত্বনার কারণ হবে। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন" (Al-Qurān, 9:103)।

এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুইটি নির্দেশ দিয়েছেন এবং দুই নির্দেশের বিশেষ মাকাসিদ (specific objective) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। সদকার হুকুমের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর মাধ্যমে অন্যের অধিকার মিশ্রিত কলুষ থেকে ব্যক্তির সম্পদকে পবিত্রকরণ এবং ব্যক্তির অন্তরকে সম্পদের লোভ থেকে পবিত্রকরণ। আবার রাসূল স. তার সাথীবর্গের জন্য রহমত প্রার্থনার দুআ করার নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে এটি তাদের প্রশান্তির উপলক্ষ।

হাদীস শরীফে রাসূল স. বলেন:

> إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين
>
> "তোমাদেরকে সহজীকরণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, কঠিন করার জন্য নয়" (Al-Tirmidī 1998, 1/215, 147)।

এই হাদীসে রাসূল স. ইসলামের সাধারণ মাকসাদ সহজতাকে (التيسير/ simplicity) অবলম্বন করার নির্দেশনা দিয়েছেন।

রাসূল স. আরো বলেন:

> إنما جعل الاستئذان من أجل البصر
>
> "চোখের [হেফাযতের] জন্যই অনুমতি গ্রহণের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে" (Al-Bukhārī ND, 8/54, 5772)।

এই হাদীসে রাসূল স. কারো কক্ষে বা ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর বিশেষ মাকসাদ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। অনুমতি প্রার্থনার মাকসাদ হচ্ছে, অনাকাঙ্ক্ষিত বা সতরবিহীন (গোপনাঙ্গ অনাবৃত) অবস্থায় কাউকে দেখার অশোভনীয়তা ও অপরাধ থেকে চোখের সংরক্ষণ।

এভাবে কুরআন এবং সুন্নাহর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নসের (text) মাধ্যমে মাকাসিদ আশ্-শারীয়া সাব্যস্ত হয়েছে।

সাহাবা কিরামের ইজতিহাদে শরীয়া মাকাসিদ

কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকেই সাহাবা কিরাম রা. শরীয়া মাকাসিদকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাদের ইজতিহাদে এর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাতিবী বলেন, "এটি (শরীয়া মাকাসিদ)-আল্লাহর প্রশংসায়- এমন এক বিষয়, যা কুরআন ও সুন্নাহ সাব্যস্ত করেছে, পূর্ববর্তী উত্তম লোকেরা এটি অনুধাবন করেছেন, বিজ্ঞ আলিমগণ এর রূপরেখা অংকন করেছেন, বিচক্ষণ গবেষকগণ এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। সুতরাং যখন পথ পরিষ্কার হয়ে যায় [অর্থাৎ মাকাসিদ প্রমাণিত হয়ে যায়] এর বিপক্ষ [মাকাসিদ অস্বীকারকারী যেমন জাহেরী সম্প্রদায়] একে গোপন রাখতে অক্ষম" (Al-Shātibī 1997, 1/25)। সাহাবা কিরামের শরীয়া মাকাসিদের জ্ঞান সম্পর্কে তিনি আরো স্পষ্টভাবে বলেন, "তাঁরা [সাহাবাগণ] শরীয়া মাকাসিদকে জেনেছেন এবং তাদের ইজতিজাদে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁরা মাকাসিদের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণ করেছেন এবং এর মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন। শরীয়ার বিভিন্ন নিদর্শনে তাঁদের মাকাসিদমূলক চিন্তাধারা ছিল নিবিষ্ট। তাঁরা মাকাসিদের মূলনীতির বাস্তবায়ন এবং এর মূল লক্ষ্য হাসিলে নিরলস প্রচেষ্ঠা চালিয়েছেন (Ibid)।" কুরআন ও সুন্নাহর যেসব বিধান (حكم/ruling) নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য বা অন্তর্নিহিত কারণ (علة/ cause) এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয় এবং পরবর্তীতে যদি উক্ত কারণ বিদ্যমান না থাকে, তখন সাহাবীগণ উক্ত বিধানকে পরিবর্তন করে দিতেন। এর একটি উদাহরণ হলো, ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে কোন অমুসলিমকে (المؤلفة قلوبهم) যাকাত প্রদান করা বা যাকাত প্রদান বন্ধ করার বিধান। পবিত্র কুরআনের মাধ্যমেই এই বিধান প্রণীত হয়েছে এবং রাসূল স. তা বাস্তবায়ন করেছেন। এর ভিত্তিতে তিনি দীন রক্ষার (protection of Deen) মাকাসিদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

রাসূল স. এর ইন্তিকালের পর মাকাসিদ বিধানের সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত হচ্ছে, সাহাবা কিরাম কর্তৃক আবু বকরকে রা. মুসলিম জাহানের খলিফা হিসেবে নির্বাচন। এটি কোন আকস্মিক কিংবা আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত ছিল না, বরং এটি ছিল রাসূল স. কর্তৃক আবু বকর রা. কে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার অনুমোদনের উপর ভিত্তি (قياس/analogy) করে। রাসূল স. তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে অসুস্থতার সময়ে আবু বকর রা. কে সালাতে ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবু বকর রা. কর্তৃক ইমামতির এই দায়িত্ব পালন রাসূল স. এর অবর্তমানে তাঁর প্রতিনিধিত্বেরই ইঙ্গিত বহন করে। তাই রাসূল স. এর ইন্তিকালের পর সাহাবায় কিরাম তাঁকে দাফন করার পূর্বেই আবু বকর রা. কে ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচিত করেন। সংকটপূর্ণ এই

মুহূর্তে খলিফা নির্বাচনের উদ্দেশ্য (মাকাসিদ) ছিল মুসলিম জাহানের শৃঙ্খলা বিধান করা (حفظ نظام الأمة/ protection of social order) ও যে কোন ধরনের ফিতনা বন্ধ করা। সর্বোপরি, কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনাকে অব্যাহত রাখা (Al-Jundī 2008, 40)। এ প্রসঙ্গে আধুনিক মাকাসিদ স্কলার ইবন আশূরের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ইসলামে আইন প্রণয়নের সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব সমাজে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং মানব কল্যাণ ও সমৃদ্ধির প্রবর্ধনের মাধ্যমে সঠিক সামাজিক অগ্রগতিকে নিশ্চিত করা (Ibn ʻĀshūr 2001, 273)।

অনুরূপভাবে ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর রা. এর খিলাফতকালীন সময়ে কুরআন বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কুরআনকে সংকলন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে শরীয়া মাকাসিদ হাসিল করা হয়েছে। সেটি হলো, দীন রক্ষা (حفظ الدين/ protection of Deen), যা শরীয়ার প্রথম মাকসিদ।

রাসূল স. এর ইন্তিকালের পরও আবু বকর রা. অমুসলিমদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা এবং নওমুসলিমদেরকে ইসলামের ওপর অটল রাখার উদ্দেশ্যে যাকাতের একাংশ প্রদান করতেন এ কারণে যে, তিনি মনে করতেন তাদেরকে যাকাত দেয়ার বিধান এখনো অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু উমার রা. তাঁর শাসনামলে তাদেরকে যাকাত দেয়া বন্ধ করে দেন। তারা যাকাত গ্রহণের জন্য আসলে তিনি তাদেরকে বলেন: "রাসূল স. [তোমাদেরকে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে] তোমাদের মন রক্ষা করতেন এজন্য যে, তখন ইসলাম ছিল দুর্বল। এখন আল্লাহ্ তাআলা [মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে] ইসলামকে [এমন মনতুষ্টি থেকে] অমুখাপেক্ষী করেছেন" (Bābkār 2002, 17)। এখানে উল্লেখ্য যে, রাসূল স. এবং আবু বকর রা. এর যুগে মুসলিমদের সংখ্যা কম থাকায় ইসলাম তুলনামূলক দুর্বল ছিল। তাই দীন রক্ষার স্বার্থে তাঁরা অমুসলিম কিংবা নওমুসলিমদেরকে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে তাদের মনতুষ্টি করতেন। কিন্তু উমার রা. এর যুগে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ইসলামের বিস্তার লাভের মাধ্যমে ইসলাম শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং দীন রক্ষায় এমন লোকদের মনতুষ্টি নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই তাদেরকে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে 'দীন রক্ষার (protection of Deen) মাকাসিদ হাসিলের প্রয়োজন ছিল না বিধায় তিনি তাদেরকে যাকাত দেয়া বন্ধ করে দেন।

আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, হুযাইফা রা. নামক এক ব্যক্তির ইহুদী মহিলাকে বিবাহ করার ঘটনা। হুযাইফার এই বিবাহের সংবাদ শুনে উমার রা. তার নিকট নোটিশ পাঠালেন এই মর্মে যে, তাকে তালাক দিয়ে দাও। হুযাইফা তাঁর প্রতিউত্তরে জিজ্ঞেস করলেন, এমন বিবাহ কি হারাম? উমার রা. বলেন, "না [হারাম নয়], তবে আমি আশঙ্কা করছি, যদি মুসলিমরা এই বিষয়ে তোমাকে অনুকরণ করে যিম্মী [ইহুদী] নারীদের

সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাদেরকে বিবাহের জন্য পছন্দ করে, তাহলে মুসলিম নারীদের ফিতনার জন্য এটিই যথেষ্ট হবে" (Ibid)। উল্লেখ্য যে, তখনকার সমাজে মুসলিম নারীদেরকে বিবাহ না করার নেতিবাচক দিক কারো নিকট অস্পষ্ট ছিল না। কারণ, এভাবেই সমাজে পাপাচার অনুপ্রবেশ করে। এখানে বংশ রক্ষার (protection of progeny) মাকাসিদকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

উমার রা. এর খিলাফতে এক ব্যক্তি অভাবের তাড়নায় বাইতুলমাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে চুরি করে। এ সংবাদ শুনে উমার রা. কর্তব্যরত বিচারপতির প্রতি ঐ ব্যক্তির হাত না কাটার ফরমান পাঠিয়ে দেন এই বলে যে, তোমরা তার হাত কাটবে না। কেননা নিশ্চয় বাইতুলমালে তার অধিকার রয়েছে। একইভাবে তিনি দুর্ভিক্ষের সময়ে চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কাটতে নিষেধ করেছেন। এই হুকুমের বাস্তবায়ন দেখা যায় তখন, যখন একদল লোককে তাঁর নিকট হাজির করা হয় যারা চুরি করা একটি উট জবাই করে খেয়ে ফেলে। তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, তাদের নেতা বা দলপতি তাদেরকে ক্ষুধার্ত রেখেছে। এই নেতাকে লক্ষ্য করে উমার রা. বলেন, তুমি তোমার গোত্রের লোকদেরকে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছ, অথচ তুমি তাদেরকে ক্ষুধায় রেখেছ। যদি তারা পুনরায় চুরি করে (অর্থাৎ তুমি তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ না কর) তাহলে আমি তোমাকে এমনভাবে দণ্ডিত করব, যাতে (জরিমানার ভারে) তোমার পিঠ ভেঙ্গে যায় । অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আমি তোমার (দলপতির) হাত কেটে দিব (Abdur Razzaq, 1403H, 10/237, 18977, 18990)।

কেউ কোন হারানো উট পেলে এ ব্যাপারে মানুষকে অবহিত করতে নির্দেশ দিতেন উসমান রা.। এমনকি উটের মালিককে খুঁজে না পাওয়া গেলে উটটি বিক্রি করে এর মূল্য রেখে দিতে হত। মালিকের সন্ধান পাওয়া মাত্রই উক্ত অর্থ তার কাছে হস্তান্তর করতে হত। হারানো জিনিস গ্রহণ না করে তা ফিরিয়ে দিতে মানুষকে জানিয়ে দেয়ার প্রচলন রাসুল স. এর যুগে ছিল না। এর কারণ হলো, সে যুগের মানুষ ইসলাম চর্চায় সচেতন ছিলেন এবং অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদের প্রতি তাদের লোভও ছিল না। কিন্তু উসমান রা. এই আইন এজন্য প্রণয়ন করেন, যাতে অপরের সম্পদ রক্ষা হয়। সাথে সাথে অন্যের মালিকানাধীন জিনিসপত্রের ব্যাপারে শিথিলতার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এটি "সম্পদ রক্ষা" (protection of property) মাকাসিদের বাস্তবায়ন (Al-Jundī 2008, 41)।

আলী রা. আমানতের ব্যাপারে জরিমানার আইন চালু করেন। ইসলামে আমানতের বিধান হচ্ছে, আমানতগ্রহীতা গচ্ছিত বস্তু হারিয়ে ফেললে বা নষ্ট করলে তার কোন জরিমানা নেই। কোন শিল্পকারখানার মালিককে কিংবা নির্মাতাকে (صانع/ manufacturer) কোন পণ্য তৈরির অর্ডার করলে পণ্যটি ক্রেতার (مستصنع/

buyer) নিকট হস্তান্তর করার পূর্ব পর্যন্ত নির্মাতা কিংবা কারখানার মালিকের নিকট আমানত হিসেবে গণ্য হবে। এ বিধান রাসূল স. এর পর থেকে সর্বসম্মত মত ছিল এবং তখনকার সময়ে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। তাই কেউ কোন নির্মাতাকে কারো অর্ডারকৃত পণ্য নষ্ট করতে বাধ্য করলেও তাকে কোন জরিমানা করা হত না। কিন্তু পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগে কিছু কিছু মানুষের অন্তরে সম্পদের লোভ এবং আমানতের খেয়ানতের লিপ্সা ঢুকে পড়ে। পরিণামে অর্ডারকৃত পণ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার অজুহাতে অনেকেই অপরের (ক্রেতার/ কাস্টমার) সম্পদ দাবি করতে থাকে এবং কাজীর দরবারে এসব বিষয় বেশি পরিমাণে আসতে থাকে। এমতাবস্থায় নির্মাতাদেরকে পণ্য নষ্টের জন্য জরিমানা না করে ছেড়ে দিলে সমাজে সীমালঙ্ঘন ব্যাপকতা লাভ করে এবং মানুষের সম্পদ নষ্ট হয়। এ দৃষ্টিকোণ বিবেচনা করে সাহাবাগণ জরিমানার আইন প্রণয়ন করেন। এ প্রসঙ্গে আলী রা. বলেন, "মানুষকে এটি (এই জরিমানার আইন) ব্যতীত অন্য কোন কিছু সংশোধন করবে না"। অর্থাৎ এহেন পরিস্থিতিতে আমানত খেয়ানতের এমন প্রবণতাকে একমাত্র জরিমানার আইন দিয়ে মোকাবিলা করা সম্ভব (Bābkār 2002, 19-20)।

এখানে অর্ডারকৃত কোন বস্তু সরবরাহের পূর্বে নষ্ট হয়ে গেলে নির্মাতার ওপর জরিমানা অপরিহার্য করা হয়েছে, যাতে পণ্যটির সংরক্ষণে নির্মাতা সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং ক্রেতাকে পণ্য হস্তান্তরের গ্যারান্টি দেন। এমন আইনি বিধানের মাধ্যমে ক্রেতার 'সম্পদ রক্ষা' (حفظ المال/ protection of property) মাকাসিদকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে (Al-Jundī 2008, 40)।

দুই ওয়াক্ত সালাত একসাথে পড়ার বিধান সম্পর্কে যখন ইবনে আব্বাসকে রা. প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি বলেন, যাতে তাঁর (রাসূল স.) উম্মতের কারো জন্য কষ্ট না হয় (Muslim , 1/490, 50)।[১] এখানে সফরের কঠিন অবস্থায়ও সালাত আদায় করে যেন দীন রক্ষা করা যায়, সেজন্য দুই ওয়াক্ত সালাত একসাথে পড়ার বিধানের মাধ্যমে শরীয়ার অন্যতম মূল দর্শন তথা সহজতার (التيسير وإزالة المشقة/removal of trouble and hardship; and settlement of simplification and ease) বিধানকে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

তাবিয়ীদের ইজতিহাদে শরীয়া মাকাসিদ

সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণ করে তাবিয়ীগণও মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করেন এবং তাদের ইজতিহাদ ও ফাতওয়াতে এর প্রয়োগ করেন। তাবিয়ীদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁরা যখন কোন বিষয়ে কুরআন ও

১. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِى غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِى فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ.

হাদীসের সরাসরি নস (মূল ভাষ্য) না পেতেন, তখন মাসলাহা (مصلحة/ human well-being),[২] কিয়াস (قياس/ analog) এবং অন্যান্য যুক্তিনির্ভর (الرأي/ logical) ও কল্যাণমুখী (welfare) দলীলের শরণাপন্ন হতেন, অতঃপর এর মাধ্যমে ইজতিহাদ করতেন এবং ফাতাওয়া প্রদান করতেন। ইজতিহাদে তাঁরা মাসালিহকে (مصالح) নিশ্চিত করতেন। ইব্রাহীম আল-নাখয়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আল্লাহর বিধানসমূহের কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। সে উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে, এমন কিছু প্রাজ্ঞতা ও কল্যাণ যেগুলো আমাদের জন্যই (Al-Khādimī 1998, 102)।

উমার ইবন আব্দুল আযীয [১০১ হি.] রা. বলেন, মানুষ যে পরিমাণ পাপ কাজ ও পন্থা উদ্ভাবন করেছে, সে পরিমাণে তাদের সমস্যাও তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ যুগের আবর্তনে মানুষের জীবনে অন্যায় ও পাপাচারের নতুন কৌশল, নতুন মাধ্যম এবং নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ফলে এসব সমস্যা হতে মুক্তি পেতে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নতুন সমাধানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে (Ibn Rabīa' 2002, 56)।

কাজী শুরাইহ [৭৮ হি.] এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব [৯৩ হি.] রা. থেকে বর্ণিত, পিতা, পুত্র, স্বামীসহ অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের পরস্পরের জন্য সাক্ষী গ্রহণযোগ্য। এ প্রসঙ্গে ইমাম আল-যুহরী রা. বলেন, "সালাফে সালিহিনের (সাহাবায় কিরাম) যুগে নিকট আত্মীয়ের সাক্ষ্য যেমন- পুত্রের পক্ষে পিতার সাক্ষ্যদান কিংবা পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্যদানে কোন অভিযোগ পরিলক্ষিত হয়নি। অতঃপর সালাফদের পরবর্তী (তাবিয়ীদের) যুগে মানুষের মাঝে [স্বজনপ্রিয়তা, অবিশ্বস্ততা এবং খিয়ানতের প্রবণতা জাতীয়] কিছু বিষয় অনুপ্রবেশ করল। তাদের থেকে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু বিষয় প্রকাশ পেল, যার কারণে তাদেরকে অভিযুক্ত করতে তৎকালীন গভর্নরগণ বাধ্য হলেন। ফলে নিকটাত্মীয়দের ক্ষেত্রে তাদের পারস্পরিক সাক্ষ্যগ্রহণ বর্জন করা হল"। উল্লেখ্য যে, সাক্ষ্য গ্রহণের দলীলসমূহকে পর্যালোচনা করলে 'সাক্ষী নিকটাত্মীয় না হওয়া' এ ধরনের কোন শর্ত পরিলক্ষিত হয় না। তাই এ প্রসঙ্গে কাজী শুরাইহ রা. পুনরায় বলেন, "মহিলার ক্ষেত্রে তার পিতা ও স্বামী সাক্ষ্য দিবে না"। এর মাধ্যমে তিনি (শুরাইহ) পিতা ও স্বামীর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেন (Bābkār 2002, 20-21)। কাজী শুরাইহের মতের পরিবর্তন এবং সাক্ষ্য গ্রহণের দলীলসমূহে নিকটাত্মীয়তা শর্তের উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়ের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের স্বজনপ্রিয়তার কবল থেকে মুক্ত হয়ে ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায় বিচার (عدالة/Justice) প্রতিষ্ঠা করা, যা সর্বজনীন মূল্যবোধ (universal value) এবং শরীয়তের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য (مقصد/ objective) হিসেবে বিবেচিত।

২. مصلحة এর অর্থ হচ্ছে মানবকল্যাণ। এটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে مصالح

তাবিয়ীদের ইজতিহাদে মাকাসিদ প্রয়োগের আরেকটি উদারহরণ হচ্ছে, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব [৯৩ হি.], রাবীয়া ইবন আব্দুর রহমান [১৩৬ হি.] রা. এবং অন্যদের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ (تسعير/ pricing)। রাসূল স. এর যুগে সাহাবায়ে কিরামের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করেননি। কারণ তখন মূল্যস্ফীতি ছিল অনাবৃষ্টিজনিত প্রাকৃতিক কারণে। আনাস ইবন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

> غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال
>
> রাসূল স. এর যুগে যখন দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যস্ফীতি ঘটল, তখন সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দিন। প্রতিউত্তরে তিনি বললেন- "নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন মূল্যনির্ধারণকারী, সংকোচনকারী (Constrictor/ Deflator), প্রশস্তকারী (Extender/ Inflator), এবং রিয্কদাতা। আমি এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ কামনা করি, যাতে তোমাদের কেউ আমার নিকট রক্ত কিংবা সম্পদের ব্যাপারে যে কোন ধরনের জুলুমের অভিযোগ করতে না পারে" (Al-Tirmidī 1998, 2/596, 1314)।

কিন্তু পরবর্তীতে তাবিয়ীদের যুগে যখন ব্যবসায়ীরা পণ্য মজুদকরণের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি ঘটানো শুরু করল, তখন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রা. অন্যদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে মজুদকরণ ও মূল্যস্ফীতির মোকাবিলা, মানুষের অধিকারের ভারসাম্য রক্ষা, জুলুমের অবসান, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি সমাজ থেকে কষ্ট দূর করার নিমিত্তে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করেন (Bābkār 2002, 21; 'Arqawī 2015, 278)।

শরীয়া মাকাসিদের প্রায়োগিক সূচনা থেকে তত্ত্বগত রূপদান

উপরোল্লেখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, রাসূল স.-এর জীবদ্দশা থেকে শুরু করে তাবিয়ীদের যুগ পর্যন্ত শুধুমাত্র আলিমগণের ইজতিহাদ ও ফাতওয়ায় মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহর প্রয়োগ হয়েছে, কিন্তু এর তাত্ত্বিক কোন আলোচনা হয়নি। এর তাত্ত্বিক আলোচনার সূচনা হয় বিশিষ্ট দার্শনিক আবুল হাসান আল-'আমিরী [মৃ. ৩৮১ হি.] রহ-এর মাধ্যমে। তবে প্রসিদ্ধ চার ইমাম তাঁদের ইজতিহাদে ইসতিহসান, ও ইসতিসলাহ ইত্যাদির প্রয়োগের মাধ্যমে মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহর ভিত্তি স্থাপন করেছেন, যা আধুনিক গবেষকদের বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে। শরীয়া মাকাসিদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এর ক্রমবিকাশ ও উন্নয়নকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

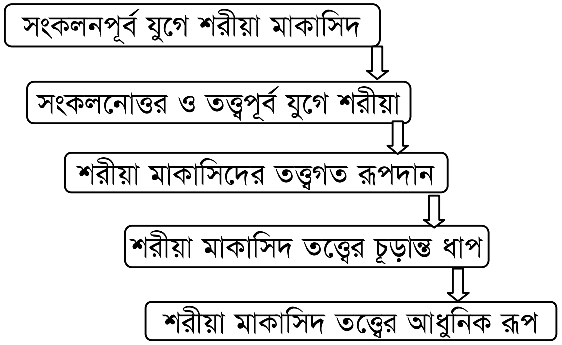

নিম্নে মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহর সংকলনপূর্ব যুগ থেকে নিয়ে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সময়কালে এর ক্রমবিকাশ ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা আলোচনা করা হল:

সংকলনপূর্ব যুগে শরীয়া মাকাসিদ (১৫০-২৪১ হি.)

হিজরি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দী হচ্ছে ইসলামী চিন্তাধারার সোনালি যুগ। তবে শরীয়া মাকাসিদসহ অন্যান্য ইসলামী দর্শনের তাত্ত্বিক রূপ প্রকাশ পেয়েছে সাহাবা, তাবিঈ ও মুজতাহিদ ইমামগণের পরবর্তী যুগে যা কালের আবর্তন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ এবং একান্ত একাডেমিক গবেষণার ফসল হিসাবে। অনুরূপভাবে মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহর তাত্ত্বিক রূপও শুরু হয়েছে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে। তত্ত্বগত রূপ লাভের পূর্বে সাহাবা ও তাবিঈদের যুগে স্কলারগণ মাকাসিদের মর্মবাণী তাদের ইজতিহাদে প্রয়োগ করেছেন। ইসলামী শরীয়তের প্রসিদ্ধ চার ইমাম এবং তাঁদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মুজতাহিদ মাকাসিদ আশ্-শারী'য়াহ অনুধাবন করেছেন এবং তাঁদের ইজতিহাদে এর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। ইমাম শাতিবী প্রসিদ্ধ ইমাম চতুষ্টয়ের ঘনিষ্ঠ শীর্ষবৃন্দের ইজতিহাদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, তাঁরা সকলেই তাঁদের ইমামের উসুলকে গ্রহণ করেছেন এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন শাখা-প্রশাখামূলক মাসআলা উৎঘাটন করেছেন এবং তদনুযায়ী ফাতওয়া প্রদান করেছেন। মানুষ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ফাতওয়া গ্রহণ করেছে এবং তদনুযায়ী আমল করেছে চাই এক্ষেত্রে তাঁদের ফাতওয়া ইমামদের মাযহাবের অনুকূলে হোক কিংবা বিপরীতে হোক। কেননা, তাঁরা আহকাম প্রণয়নে শরীয়া মাকাসিদ বুঝেছেন। যদি তাঁরা শরীয়া মাকাসিদ না বুঝতেন, তাহলে তাঁদের জন্য ইজতিহাদ ও ফাতওয়া প্রদান বৈধ হত না এবং পরবর্তী আলিমগণ তাঁদেরকে এব্যাপারে সমর্থন করতেন না। বিশেষত তাঁদেরকে বাধা না দিয়ে চুপ থাকতেন না (Al-Shātibī 1997, 2/126)। ইমাম শাতিবীর পূর্বে ইমাম ক্বারাফীও এ ব্যাপারে বলেছেন, তাঁরা সবাই মাসালিহে মুরসালাকে [যা মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ এর একটি উপকরণ] বিভিন্নরূপে বিবেচনা করেছেন (Imām 2007, 417)। তবে তাঁরা মাকাসিদ বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে কোন কিতাব রচনা করেননি।

ইমাম আবু হানিফা [৮০-১৫০ হি.] ও শরীয়া মাকাসিদ

ইমাম আবু হানিফা রহ. যুক্তিনির্ভর (الرأي/ logic) এবং কিয়াস (القياس/ analogy)ভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতির ইমাম। তাঁর ইজতিহাদের উসূল (মূলনীতি) হচ্ছে কিতাব, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস ও ইসতিহসান (juristic preference) (Al-Zuhailī 1985, 1/30)। তিনি কিয়াস ও ইসতিহসান ভিত্তিক গবেষণায় অনেক ব্যাপকতা দেখিয়েছেন, যা মাকাসিদ আশ্-শারী'য়াহর মৌলিক উপকরণ। ইসতিহসান হচ্ছে কোন বিষয়ে শরীয়ত ভিত্তিক বিধান উৎঘাটনে উক্ত বিধানের অন্তর্নিহিত কল্যাণকে হাসিলের নিমিত্তে বাহ্যিক যুক্তিকে (কিয়াস জলী) গ্রহণ না করে অন্তর্নিহিত যুক্তিকে (কিয়াস খাফী) প্রাধান্য দেয়া (Al-Zuhaylī 1986, 2/737)। এ কিয়াস খাফীই হচ্ছে কোন বিধান পালনে উক্ত বিধানের উপকারিতা, সৌন্দর্য ও মানবকল্যাণ ইত্যাদি সাধিত হওয়া, যা মাকাসিদ আশ্-শারী'য়াহর মর্মবাণী। অর্থাৎ ইসতিহসান মূলনীতির মাধ্যমেই ইমাম আবু হানিফা রহ. তাঁর ইজতিহাদে মাকাসিদ আশ্-শারী'য়াহর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ইমাম বাযদাভী [৪৮২ হি.] বলেন, ইমাম আবু হানিফা রহ. ইসতিহসান প্রয়োগে এতই দক্ষ ছিলেন যে, তাঁর শিষ্য মুহাম্মাদ ইবন হাসান আশ-শায়বানী তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ তাঁর (আবু হানিফা) শিষ্যবৃন্দ তাঁর সাথে বিভিন্ন যুক্তির (কিয়াস) মাধ্যমে বিতর্ক করতেন। অতঃপর যখন তিনি বলতেন, আসতাহসিনু (أستحسن) অর্থাৎ আমি ইসতিহসানের প্রয়োগ ঘটাচ্ছি, তখন আর কেউ উক্ত বিষয়ে (যুক্তিনির্ভর হয়ে) তর্কে জড়াতেন না (Ibid, 2/735)।

উদাহরণ স্বরূপ ইমাম আবু হানিফার ইজতিহাদে চুরির শাস্তির বিধানে তাঁর মাকাসিদ দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্য। যদি কয়েকজন লোক মিলে কারো ঘরে চুরি করার ফন্দি করে এবং এর প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন স্বরূপ পাহারা দেয়া, গর্ত করা, ঘরে প্রবেশ করা, মাল বাহির করা ইত্যাদি কাজ তাদের নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়, এক্ষেত্রে কিয়াস অনুযায়ী বিধান হচ্ছে শুধুমাত্র যে ব্যক্তি বা যারা ঘর থেকে মাল বাহির করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল তারাই চুরির শাস্তি পাবে, অন্যেরা নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা এ ক্ষেত্রে কিয়াস অনুযায়ী হুকুম না দিয়ে ইসতিহসান মূলনীতিকে ব্যবহার করেন এবং এই চুরির ফন্দির প্রস্তুতি থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত যারাই জড়িত ছিল তাদের সকলের একই শাস্তির রায় দেন। কেননা, চুরির শাস্তি শরীয়ার মূল লক্ষ্য নয়; বরং শরীয়ার মূল লক্ষ্য হচ্ছে চুরির কাজকে বন্ধ করা ও মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা। তাই ইমাম আবু হানিফা কিয়াসকে গ্রহণ না করে ইসতিহসান মূলনীতি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পৃক্ত সকলের শাস্তি বিধান করে চুরির পথকে বন্ধ করতে চেয়েছেন এবং মাকাসিদ আশ্-শারী'য়াহকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। উল্লেখ্য যে, এখানে ইসতিহসান হচ্ছে কিয়াসকে গ্রহণ না করে তদপেক্ষা উত্তম আরেকটি মূলনীতিকে গ্রহণ করা (Al-Jassās 1985, 4/239)।

আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে হানাফী মাযহাবে বৈবাহিক বন্ধন সম্পর্কে ইমাম সারাখসীর মাকাসিদ দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি বলেন, বিবাহ বিধানের মাকাসিদ হচ্ছে, আত্মিক প্রশান্তি অর্জন ও সন্তান-সন্ততি লাভ (Al-Sarakhsī 1993, 1/58)। তিনি তাঁর মাবসূত গ্রন্থে বলেন, বিবাহ বিধানের মধ্যে দীনী এবং দুনিয়াবী বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে, যেমন- নারীদের সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও আর্থিক যোগান, অশ্লীলতা থেকে পরিত্রাণ, পৃথিবীতে আল্লাহর ইবাদতকারী এবং রাসূলের স. অনুসারীর সংখ্যাবৃদ্ধি, কিয়ামত দিবসে উম্মতের আধিক্যের মাধ্যমে রাসূল স. এর গর্ববোধ ইত্যাদি (Al-Sarakhsī 2000, 4/349)।

হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত উসূলবিদ ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস [৩৭০ হি.] ইবাদতের মাকাসিদ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের মানদণ্ডে মানব কল্যাণের ভিত্তিতেই তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের উপর ইবাদতের বিধান আরোপিত হয়েছে (Al-Jassās 1985, 2/221)। তিনি আরো বলেন, ফরযসমূহ (আবশ্যকীয় বিধানসমূহ) ও নির্দেশসমূহ মাসালিহ এর ভিত্তিতেই প্রণীত এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ মানবকল্যাণ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান রাখেন না (Al-Jassās 1985, 2/242)। দণ্ডবিধির মূল দর্শন সম্পর্কে তিনি বলেন, দুনিয়াবী শাস্তির বিধানকে অপরাধের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ণ করা হয়নি, বরং এগুলোকে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞাত কল্যাণের (মাসালিহ) উপর ভিত্তি করেই প্রণয়ন করা হয়েছে (Al-Jassās 2014, 1/37)।

ইমাম আবু হানিফার উসূলকে অনুসরণ করে তাঁর শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ [১৮২ হি.] ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান আশ-শায়বানী [১৮৯ হি.] মাকাসিদ আশ্-শারী'য়াহর আলোকে ইজতিহাদ করেছেন (Al-Shātibī 1997, 5/126)। পরবর্তীতে ইমাম আল-সারাখসী [৪৯০ হি.] তার আল-মাবসূত গ্রন্থে, ইমাম আল-কাসানী [৫৮৭ হি.] তাঁর আল-বাদায়ি' গ্রন্থে, শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী [১১৭৬ হি.] তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থে, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহমান আল-বুখারী [৫৪৬ হি.] মাকাসিদ আশ্-শারী'য়াহর ব্যাপক প্রয়োগ দেখিয়েছেন। তবে তাঁরা মাকাসিদের তাত্ত্বিক রূপ নিয়ে আলোচনা করেননি (Al-Raysūnī 2013, 292)।

ইমাম মালিক [১৭৯ হি.] ও শরীয়া মাকাসিদ

ইমাম মালিক রহ. কিয়াস এবং মাসালিহ মুরসালাহ (জনকল্যাণ) গ্রহণে অন্যান্য ইমামের তুলানায় অধিক অগ্রগামী। মাসালিহ মুরসালাহ হচ্ছে এমন কল্যাণ বা উপকার, যার অর্জন কিংবা বর্জনের ব্যাপারে ইসলামের ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক কোন ধরনের দলীল নেই (Al-Raysūnī 1995, 64)। ইমাম মালিকের ইজতিহাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মাসালিহকে বিবেচনাধীন রাখা। এটি যুক্তিনিভর (الرأي) গবেষণার উত্তম পদ্ধতি বিধায় তিনি এটিকে তাঁর ইজতিহাদের একটি স্বতন্ত্র মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর মাসালিহ মূলনীতির মৌলিক দাবি

হলো, কল্যাণকে অর্জন ও ক্ষতিকে দূরীভূত করা, যা মাকাসিদ আশ্-শারীয়ার মর্মকথা। মালিকী মাযহাবে মাসালিহের প্রয়োগ মানে শুধুমাত্র মাসালিহ মুরসালাহকে গ্রহণ নয়, বরং এর মানে হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর নস (ভাষ্য) অনুধাবন করা এবং কিয়াস প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ সাধনকে বিবেচনায় রাখা। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাতিবী বলেন, ইমাম মালিক শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যকে [মাকাসিদ আশ্-শারীয়া] বিবেচনার পাশাপাশি [আহকামের] জনকল্যাণমূলক দিকগুলো অনুধাবনে এমন গভীরভাবে নিবিষ্ট ছিলেন যে, তিনি তাঁর ইজতিহাদে মাকাসিদের সীমানা থেকে বের হতেন না [অর্থাৎ তিনি তাঁর ইজতিহাদে মাকাসিদের মর্মবাণী তথা মানবকল্যাণকে নিশ্চিত করতেন] এবং এর কোন মূলনীতির বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করতেন না (Al-Shātibī 1981, 2/132-133)। মালিকী মাযহাবে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে কোন একটি মতকে প্রাধান্য (তারজীহ) দেয়ার মূলনীতি প্রসঙ্গে কাযী আয়ায বলেন,

> الاعتبار الثالث: يحتاج إلى تأمل شديد، وقلب سليم من التعصب شهيد، وهو الالتفاف إلى قواعد الشريعة ومجامعها، وفهم الحكمة المقصودة بها من شارعها.
>
> তৃতীয় বিবেচ্য দিকটির ক্ষেত্রে অনেক প্রখর চিন্তা-ভাবনা এবং গোড়ামীমুক্ত সঠিক অন্তর প্রয়োজন। এই বিবেচ্য দিকটি হচ্ছে শরীয়তের আইনী সূত্র বা কাওয়ায়িদের [legal maxim] প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে উদ্দীষ্ট হিকমাহকে (রহস্য) অনুধাবন করা (‘Ayyād 1983, 1/92)।

মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ ও মাসালিহ মুরসালাহকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই ইমাম মালিক ‘সাদ্দুয্-যারায়ি’ নামক মূলনীতি প্রয়োগ করেন। এ মূলনীতি তিনি এমন ব্যাপকভাবে অবলম্বন করেন, যা অন্য কোন ইমাম করেননি। তাই মালিকী ফিকহের প্রায় সকল অধ্যায়ে এর প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। মূলত সাদ্দুয্-যারায়ি’ হচ্ছে মাসালিহ মুরসালা এর একটি প্রায়োগিক রূপ। এটিকে মালিকী মাযহাবে এত বেশি প্রয়োগ করা হয়েছে যে, একে দারুল হিজরার ইমাম (إمام دار الهجرة) তথা ইমাম মালিকের একটি বিশেষত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এভাবেই ইমাম মালিক রহ. মাকাসিদ দৃষ্টিভঙ্গিকে লালন করে ইজতিহাদ করেন এবং মাকাসিদ আশ্-শারীয়াকে সর্বাপেক্ষা বেশি বিবেচনাকারী হিসেবে তাঁর মাযহাবই বিবেচিত হয় (Al-Burhānī 1986, 615)। এছাড়া ‘মুরাআতু মাকাসিদিল মুকাল্লিফীন’ তথা মানুষের কল্যাণমুখী উদ্দেশ্যসমূহকে বিবেচনা করাও মালিকী মাযহাবের একটি মূলনীতি, যার মাধ্যমে মাকাসিদ আশ্-শারীয়া বাস্তবায়িত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ হাদীসে বর্ণিত অনুমতি চাওয়া প্রসঙ্গে মতানৈক্য ও ইমাম মালিকের মাকাসিদ দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্য। কোন ব্যক্তি কারো ঘরে বা কক্ষে প্রবেশ করতে চাইলে তিন বার অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। যদি অনুমতি পায়, তবে প্রবেশ করবে। অন্যথায়

সে ফিরে যাবে (Al-Bukhārī ND, 8/54, 6245)। এ হাদীস অনুযায়ী তিন বারের বেশি অনুমতি প্রার্থনার অনুমোদন নেই। কিন্তু ইমাম মালিক বলেছেন, অনুমতি প্রার্থনা তিন বার এবং এর বেশি অনুমতি প্রার্থনা করা আমি পছন্দ করি না। কিন্তু যে ব্যক্তি বুঝতে পারবে যে, ঘরের বাসিন্দা এখন আওয়াজ শুনতে পায়নি, তার জন্য তিন বারের বেশি অনুমতি প্রার্থনা করতে কোন সমস্যা নেই (Al-Qurtubi 2003, 12/214)।

আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে, মিসওয়াক করার হুকুম সম্পর্কে মাকাসিদ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইমাম মালিকের অভিমত। ইবনুল আরাবী [৫৪৩ হি.] বর্ণনা করেন, আলিমগণ মিসওয়াকের হুকুম সম্পর্কে ইখতিলাফ করেন। ইসহাক বলেন, সালাতের পূর্বে মিসওয়াক করা ওয়াজিব। তাই যে ইচ্ছাকৃত একে বাদ দেবে তার সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, এটি অযুর একটি সুন্নাত। ইমাম মালিক রহ. বলেন, মুখে গন্ধ তৈরি হয় এমন অবস্থায় আমি একে মুস্তাহাব তথা উত্তম মনে করি। এখানে ইমাম ইসহাক ও শাফিঈ রহ. হাদীসের বাহ্যিকতার আলোকে হুকুম দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক রহ. হাদীসের অন্তর্নিহিত অর্থ এবং মিসওয়াকের উদ্দেশ্য-পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য করে হুকুম দিয়েছেন (Ibn al-‘Arabī 1997, 1/39)।

ইমাম মালিকের উসূলকে অনুসরণ করে তাঁর শিষ্য ইবনুল কাসিম [মৃ. ১৯১ হি.] ও আশহাব [মৃ. ২০৪ হি.] মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহর আলোকে ইজতিহাদ করেছেন (Al-Shātibī 1997, 5/126)। পরবর্তীতে ইবন রুশদ [মৃ. ৫২০ হি.], ইবনুল ‘আরাবী [মৃ/ ৫৪৩ হি.], ক্বারাফী [৬৮৪ হি.], শাতিবী [৭৯০ হি.], ইবন আশূর [১৩৯৩ হি.] মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহকে পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক রূপ দান করেন। উল্লেখ্য যে, মালিকী মাযহাবেই মাকাসিদের জনক ইমাম শাতিবীর আবির্ভাব হয়।

ইমাম শাফিঈ [২০৪ হি.] ও শরীয়া মাকাসিদ

ইমাম শাফিঈ রহ. মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহর মৌলিক নীতিমালার ভিত্তি স্থাপন করেন উসূলুল ফিকহের রচনার মাধ্যমে। তাঁর ইজতিহাদের মূলনীতির অন্যতম একটি হচ্ছে ‘মাসালিহ আম্মাহ’ (common benefit)। এটিকে তিনি ইজমা এবং কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি মাসালিহ মুরসালাকেও কিয়াসের অধীনে রেখেই ব্যবহার করেন (Al-Jūwaynī 1418H, 2/874)। ইমাম জুওয়াইনীর ভাষ্যমতে, ইমাম শাফিঈ রহ. সর্বপ্রথম মাকাসিদ পরিভাষাটি ব্যবহার করেন।

> قال الشافعي رضي الله عنه في مجاري كلامه في رتب النظر من قال لا غرض للشارع في تخصيص التكبير وفي الاستمرار ... (فمن) قال ... وإنما هو أمر (وفاقي) فقد نادى على نفسه بالجهل بمقاصد الشريعة وقضايا مقاصد المخاطبين

> ইমাম শাফিঈ তাঁর 'রুতাবুন নাযার' গ্রন্থে তাকবীরের মাধ্যমে সালাতের শুরু, সালামের মাধ্যমে সালাতের শেষ এবং রুকু ও সিজদার সংখ্যা নির্ধারণ ইত্যাদির কোন বিশেষত্ব নেই বলে যারা মনে করেন এবং এগুলোকে তাওকীফী[৩] বিষয় হিসেবে মনে করেন, তাদের সম্পর্কে বলেন, যে এমন ধারণা পোষণ করে সে মূলত মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ ও মুখাতাবের (সম্বোধিত ব্যক্তি তথা মানুষের) উদ্দেশ্য হাসিল সংক্রান্ত বিষয়ে তার অজ্ঞতার পরিচয় দেয় (Ibid, 2/624)। অর্থাৎ মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান না থাকায় সে এগুলোকে তাওকীফী বিষয় মনে করে।

ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে যা নাযিল করেছেন তার প্রতিটি বিষয়ই হচ্ছে মানবতার জন্য রহমত ও প্রমাণ স্বরূপ। যে কুরআনের জ্ঞান চর্চা করে সেই একে (রহমত ও প্রমাণকে) বুঝতে পারে। পক্ষান্তরে, যে কুরআনের জ্ঞান চর্চা করে না সে তা বুঝতে পারে না। যে কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞ সে তা বুঝতে পারে না। পক্ষান্তরে, যে কুরআনের জ্ঞান রাখে, সে এ ব্যাপারে অজ্ঞ নয় (Al-Shāfiʻī , 19)।

উদাহরণ স্বরূপ জ্ঞান (আকল) রক্ষায় ইমাম শাফিঈ রহ.-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। মানুষের মেধাশক্তি রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, আকলকে নষ্ট করা হারাম। ... কেননা আকল নষ্ট করা ফরযসমূহকে প্রত্যাখ্যান করার সমতুল্য এবং আকল নষ্ট করার মাধ্যমেই মানুষ হারামের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। তাই আকলকে রক্ষা করার জন্য ইসলাম জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাদানকে আবশ্যিক করেছে এবং পাশাপাশি মদ্যপান, মদের তৈরি ঔষধ এবং পাশা বা ব্যাকগ্যামন (backgammon) ও দাবা খেলা (chess) ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেছেন (Ibn Mukhtār 2014, 369-381)।

আরেকটি উদারহরণ হচ্ছে শাফিঈ মাযহাবের ইমাম জুওয়াইনী কর্তৃক বিবাহের মাকাসিদ। তিনি বিবাহের শ্রেণিবদ্ধ অনেক মাকাসিদ উল্লেখ করেছেন। যেমন- মানসিক প্রশান্তি অর্জন, পারস্পরিক ভালবাসা ও মমতা বিনিময়, চক্ষু শীতলকরণ, সৌন্দর্য অবলোকন, শক্তি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, পারস্পরিক সহযোগিতা, যুগল সম্পর্ক বজায়, বৈধ বিনোদন, বিনোদনে বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্রিকতা বজায়, স্বাস্থ্যরক্ষা, পরিবার গঠন, প্রজনন, যৌনশক্তির রক্ষা, স্রষ্টার আনুগত্য ও ইবাদত, অনুগত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ও রাসূলের স. মনতুষ্টি, মানবতার অব্যাহত ধারা চালু রাখা, বংশানুক্রম রক্ষা, স্রষ্টার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং পরকালীন পুরস্কার প্রাপ্তি ইত্যাদি (Azhar 2010, 321-324)।

---

৩. শরীয়তের আরোপিত যে সকল বিধানে কোন প্রকার সংযোজন কিংবা বিয়োজন করার সুযোগ নেই এবং ইজতিহাদেরও কোন অবকাশ নেই, সেগুলোকে তাওকীফী বিষয় বলা বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ নামাযে রাকাতের সংখ্যা হচ্ছে একটি তাওকীফী বিষয়; কারণ এতে কোন প্রকার সংযোজন, বিয়োজন কিংবা ইজতিহাদের অবকাশ নেই। অর্থাৎ এসকল বিষয়ে শরীয়ত প্রণেতা যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন হুবহু সেভাবেই মেনে নিতে হয়।

ইমাম শাফিয়ীর পরে তাঁর মাযহাবেই মাকাসিদের অগ্রদূত ইমাম জুওয়াইনী [৪৭৮ হি.], ইমাম গাযালী [৫০৫ হি.], ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী [৬০৬ হি.], ইমাম সাইফুদ্দীন আল-আমিদী [৬৩১ হি.], আল-ইজ্জ ইবন আব্দুস সালাম [৬৬০ হি.] প্রমুখের আবির্ভাব হয়, যারা মাকাসিদ দর্শনকে তাত্ত্বিক রূপ দানে অনবদ্য ভূমিকা রাখেন।

ইমাম আহমাদ {২৪১ হি.} ও শরীয়া মাকাসিদ

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল রহ. তাঁর ইজতিহাদে মাসালিহ মুরসালাকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছেন এবং এটিকে তাঁর ইজতিহাদের একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে ইবনে দাকীক আল-ঈদ ও আল-ক্বারাফী রহ. স্পষ্টভাবে এমন মন্তব্য করেন। তবে ইমাম আহমাদ কিয়াসকে ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে তার অধীনেই মাসালিহ মুরসালাকে গণ্য করেন। হাম্বালী মাযহাবের অনেক ফাতওয়া ইমাম আহমাদের দিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যেগুলো মাসালিহের উপর ভিত্তি করে দেয়া হয়েছে। তা এ কথা প্রমাণ করে যে, মাসালিহ মুরসালাহ শুধুমাত্র যুক্তি (الرأي) নির্ভর নয়; বরং এটি কুরআন ও সুন্নাহর নসের ভিত্তিতে দালিলিক প্রমাণের একটি পন্থা (Al-Zuhaylī 1986, 783-785)।

ইবন তাইমিয়া [৭২৮ হি.] উল্লেখ করেছেন, মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের জন্য শরীয়তের যে সব কল্যাণ, সৌন্দর্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে তা যে অস্বীকার করে... সে ভুল পথে আছে ও ভ্রষ্ট হয়েছে এবং আবশ্যকীয়ভাবে তার কথার ভ্রান্তি প্রমাণিত (Ibn Taimiyyah 1398, 32/234)। তিনি আরো বলেন, অদ্যাবধি আমি সাহাবা কিরাম থেকে এমন কোন বিষয় পাইনি, যে ব্যাপারে তাঁরা মতবিরোধ করেছেন; কিন্তু তাতে কিয়াস ছিল না।[৪][তবে সঠিক কিয়াস ও ভুল কিয়াসের জ্ঞান হচ্ছে সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞান। এই সঠিক ও মর্যাদার জ্ঞান একমাত্র তিনিই জানেন যিনি শরীয়তের গূঢ় রহস্য, উদ্দেশ্য (মাকাসিদ), ইসলামী শরীয়তের সীমাহীন সৌন্দর্য, মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণসমূহ এবং ইসলামী শরীয়তের গভীর প্রজ্ঞা (হিকমত), এর ব্যাপক দয়া (রহমত) ও ন্যায়পরায়ণতা (আদল) সম্পর্কে অভিজ্ঞ (Ibid)। হাম্বালী মাযহাবের প্রখ্যাত উসূলবিদ ইবন কায়্যিমের [৭৫১ হি.] মাসালিহ সংক্রান্ত উক্তিও এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য, যা ইতঃপূর্বে 'মাকাসিদ ও মানব কল্যাণ' শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ ইমাম আহমাদের অনুমোদিত নগদ অর্থের (cash waqf) ওয়াকফের বিধান উল্লেখযোগ্য। ওয়াকফ হচ্ছে মূলধনকে জমা রাখা আর লাভকে দাতব্য ও জনকল্যাণমূলক কাজে খরচ করা (Ibn Qudāmah, 6/185)।

---

৪. অর্থাৎ সাহাবা কিরামের মতবিরোধের ভিত্তিই ছিল কিয়াস। সাহাবীগণ তাঁদের ইজতিহাদ অনুযায়ী বিভিন্ন কিয়াস অবলম্বন করায় তাঁদের মধ্যে ইখতিলাফ হয়েছে এমনকি রাসূল স. এর জীবদ্দশায়।

ফকীহগণের মতে, যে সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে নষ্ট হয়ে যায় না কিংবা কমে যায় না, তাই ওয়াকফ করা যায়। পক্ষান্তরে যা ব্যবহারের মাধ্যমে নষ্ট হয়ে যায় কিংবা কমে যায় যেমন দিরহাম, দিনার ইত্যাদির ওয়াকফ করার ব্যাপারে ফকীহগণ মতবিরোধ করেছেন। এটিই অধিকাংশ ফকীহের মত (Al-Mardāwī 1414H, 7/11)। কিন্তু ইমাম আহমাদের মতে, দিরহাম ও দিনার জাতীয় নগদ অর্থও ওয়াকফ করা বৈধ। ইবনে তাইমিয়া ইমাম আহমাদের মতকে সমর্থন করে বলেন, ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে দিনার ও দিরহাম জাতীয় নগদ অর্থের মাধ্যমে ওয়াকফ করা জায়িয। কেননা, ঋণের ক্ষেত্রে নগদ অর্থের মূলধন বাহ্যত শেষ হয়ে গেলেও পরিশোধিত অর্থ ফিরে এসে মূলধনের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়, চাই তা মূলধনের সমপরিমাণ হোক কিংবা মুদারাবাভিত্তিক লাভসহ মূলধনের বেশি হোক। সুতরাং এর মাধ্যমে মূলধন অবশিষ্ট থাকছে এবং এর সাথে ওয়াকফকৃত মূলধনে লাভও অর্জিত হচ্ছে (Ibn Taimiyyah, 31/234)। নগদ অর্থ ওয়াকফ করার মাকাসিদ হচ্ছে, এর উপকারিতা ও মানবকল্যাণের মাত্রা অনেক বেশি, বিশেষত বর্তমান যুগে। কেননা, ওয়াকফ একটি কল্যাণমুখী কাজ। বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী দাতব্য প্রতিষ্ঠান এ ধরনের ওয়াকফের খুব মুখাপেক্ষী। কোন কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের এমন বিনিয়োগ করা খুব প্রয়োজন, যা উৎপাদন বৃদ্ধি করে। সুতরাং নগদ অর্থের ওয়াকফ জায়িয এমন মত গ্রহনের মাধ্যমে নানা ধরনের কল্যাণজনক ও উন্নয়নমূলক কাজের দ্বার ব্যাপকভাবে উন্মোচিত হবে, যা ব্যক্তি ও সমাজের ব্যাপক কল্যাণ সাধন করবে এবং অনেক সমস্যার সমাধান করবে (Al-'Askar 1435H, 197)।

পরবর্তীতে ইমাম আহমাদের মাযহাবের মাকাসিদ স্কলার নাজমুদ্দীন আল-তুফী [৭১৬ হি.], ইবন তাইমিয়া [৭২৮ হি.], ও ইবন কাইয়্যিমের [৭৫১ হি.] আবির্ভাব হয়, যাঁরা মাকাসিদ তত্ত্বের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

সংকলনোত্তর ও তাত্ত্বিক রূপায়ণ পূর্ব যুগে শরীয়া মাকাসিদ

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে মাকাসিদ আশ্-শারীয়ার সংকলন শুরু হয়, যদিও এ যুগে মাকাসিদ আংশিক (جزئية/ partial) ও নির্দিষ্টভাবে (خاصة/ specific) আলোচিত হয়। ফকীহগণ মানব জীবনের বিভিন্ন আংশিক বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাকাসিদ এবং নির্দিষ্ট কোন ক্ষেত্রের সাথে সম্পৃক্ত নির্ধারিত কিছু মাকাসিদ আলোচনা করেছেন। এ যুগের মাকাসিদ স্কলারদের মধ্যে রাগিব আল-ইসফাহানী [মৃ. ৩০২ হি.] তাঁর "আযযারিয়াতু ইলা মাকারিমিশ শারীয়াহ" গ্রন্থে, হাকিম আত-তিরমিযি [মৃ. ৩২০ হি.] তাঁর "আসসালাতু ওয়া মাকাসিদুহা" গ্রন্থে, আবু যাইদ আল-বালাখী [মৃ. ৩২২ হি.] তাঁর "মাসালিহুল আবদানি ওয়াল আনফুস" গ্রন্থে, আবু মানসুর আল-মাতুরিদী [মৃ. ৩৩৩ হি.] তাঁর মাখাযুশ শারায়ি' গ্রন্থে, ক্বাফফাল আশ-শাশী [মৃ. ৩৬৫ হি.] তাঁর "মাহাসিনুশ শারীয়াহ" গ্রন্থে, আবু বকর আল-জাসসাস [৩০৫-৩৭০ হি.] তাঁর "আহকামুল কুরআন" গ্রন্থে এবং ইবনে বাবাওয়াইহ [মৃ. ৩৮১ হি.] তাঁর "ইলালুশ শারায়ি" গ্রন্থে নির্দিষ্ট মাকাসিদ নিয়ে আলোচনা করেছেন (Monawer & Abdur Rahman 2016, 151)। এছাড়া অন্যান্য স্কলারগণ ফিকহী বিভিন্ন বিষয়ে হুকুমের পাশাপাশি হুকুমের বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাকাসিদ উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, এ যুগে স্কলারগণ মাকাসিদের বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেছেন যেমন, রাগিব আল-ইসফাহানী কর্তৃক মাকারিম, আল-বালাখী কর্তৃক মাসালিহ, ক্বাফফাল আশ-শাশী কর্তৃক ইসতিসলাহ, জাসসাস কর্তৃক মাসালিহ এবং ইবন বাবাওইয়াহ কর্তৃক ইলাল ইত্যাদি। পরবর্তীতে একাডেমিক পর্যালোচনার ফলশ্রুতিতে এই তত্ত্ব মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে (Ibid; Al-Raysūnī 1995, 43)।

শরীয়া মাকাসিদের তত্ত্বগত রূপদান (Theorization)

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষাংশে মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহর তাত্ত্বিক রূপায়ণের সূচনা হয় এবং হিজরী অষ্টম শতাব্দীর শেষে এর পরিপূর্ণতা লাভ করে। আবুল হাসান আল-আমিরী [৩০০-৩৮১ হি.] সর্বপ্রথম মানব জীবনের মৌলিক পাঁচ প্রকার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখের মাধ্যমে মাকাসিদের তাত্ত্বিক রূপদানের সূচনা করেন। মাকাসিদ বিষয়ে তিনি দুইটি গ্রন্থ লিখেন। একটি হলো, "আল-'ইলাম বি মানাকিবিল ইসলাম"। এটি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে রচিত এবং এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তিনি ইবাদতের হিকমত এবং সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করেন। এখানে তিনি 'মাজাযির খামসা' (পঞ্চ শাস্তি) তথা পাঁচটি মানবিক প্রয়োজনীয়তাকে লঙ্ঘনের শাস্তির উল্লেখ করার মাধ্যমে পঞ্চ মাকাসিদের ইঙ্গিত করেন। সেগুলো যথাক্রমে:

১। মানুষ হত্যার শাস্তি [জীবন রক্ষা- ইমাম গাযালীর ভাষায়]

২। সম্পদ আত্মসাৎ করার শাস্তি [সম্পদ রক্ষা]

৩। শ্লীলতাহানি ও ব্যভিচারের শাস্তি [বংশের পবিত্রতা রক্ষা]

৪। সম্মানহানির শাস্তি [আত্মমর্যাদা রক্ষা]

৫। দীন তথা বিশ্বাসহানির শাস্তি [দীন রক্ষা][৫] (Al-'Āmirī 1988, 123)

আবুল হাসান আল-আমিরীর মতে, এগুলো (ধর্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণের আলোকে) সকল ঐশী ধর্মের বিধিবিধানের মৌলিক নীতিমালা। পরবর্তীতে ইমাম জুওয়াইনী [মৃ.

৫. মাকাসিদের এই পরিভাষা আমিরী প্রথম ব্যবহার করেন। কিন্তু পরিমার্জিতভাবে এটি উপস্থাপিত হয়নি। তাই ইমাম গাযালী এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। এটিকে 'মুসলিম জাতিসত্ত্বার অস্তিত্বে হুমকি' হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দীন রক্ষা। এটিকে সরাসরি দীন রক্ষা দ্বারা অনুবাদ করলে মাকাসিদের পারিভাষিক উন্নয়নকে এড়িয়ে যাওয়া হবে। তাই প্রাচীন পরিভাষাকে উল্লেখ করে এর উন্নীত পরিভাষাটি ব্রেকেটে উল্লেখ করা হয়েছে। مجزرة خلع البيضة এর উন্নীত পরিভাষা حفظ الدين।

৪৭৮হি.] ও ইমাম গাযালী [মৃ. ৫০৫হি.] রহ. -এর মাধ্যমে এই পরিভাষাগুলো আরো পরিমার্জিত ও পরিশোধিত হয় এবং পাঁচ আবশ্যকীয় প্রয়োজনীয়তা (জরুরিয়্যাত খামসা/ five necessities) হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আমিরীর দ্বিতীয় রচনা হচ্ছে "আল-ইবানাহ আন ইলালিদ দিয়ানাহ"। এই গ্রন্থের শিরোনামে উল্লেখিত ইলাল (علل) তাঁর মাকাসিদ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রমাণ করে। এখানে তিনি মুয়ামালাতের (দৈনন্দিন কাজ-কারবার ও লেনদেন) ক্ষেত্রে ইসলামের বিধিবিধানের অন্তর্নিহিত কারণ ও রহস্য (মাকাসিদ) নিয়ে আলোচনা করেন (Al-Raysūnī 2013, 7)।

এই যুগে যে সকল স্কলার মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ তত্ত্বের উন্নয়নে অবদান রাখেন, তাদের মধ্যে আবু বকর আল-আবহুরী [মৃ. ৩৮৫ হি.] আল-বাকিল্লানী [মৃ. ৪০৩ হি.], কাজী আব্দুল জাব্বার আল-হামাযানী [মৃ. ৪১৭ হি.], আল-জুওয়াইনী [মৃ. ৪৭৮ হি.], আল-গাযালী [মৃ. ৫০৫ হি.], ইবনে রুশদ [মৃ. ৫২০ হি.], ইবনুল আরাবী [মৃ. ৫৪৩ হি.], মুহাম্মাদ আল-বুখারী [মৃ. ৫৪৬ হি.], ফখরুদ্দীন আর-রাযী [মৃ. ৬০৬ হি.], সাইফুদ্দীন আল-আমিদী [মৃ. ৬৬০ হি.], ইজ্জুদ্দীন ইবন আব্দুস সালাম [মৃ. ৬৬০ হি.], আল-ক্বারাফী [মৃ. ৬৮৪ হি.], আল-বাইদাভী [মৃ. ৬৮৫ হি.], নাজমুদ্দীন আত-তুফী [মৃ. ৭১৬ হি.], ইবন তাইমিয়া [মৃ. ৭২৮ হি.], ইবনে কাইয়্যিম [মৃ. ৭৫১ হি.], তকী উদ্দীন আস-সুবকী [মৃ. ৭৭১ হি.] ও আল-ইসনাভী [মৃ. ৭৭২ হি.] প্রমুখ অন্যতম। উল্লেখ্য যে, এই যুগে মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহর তাত্ত্বিক উন্নয়নে ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনী ও ইমাম আল-গাযালীর অবদান সর্বাপেক্ষা বেশি। পরবর্তী স্কলারগণ মূলত তাঁদের দুজনকে অনুসরণ করে বিভিন্নভাবে মাকাসিদ তত্ত্বের উন্নয়নে অবদান রাখেন (Al-Raysūnī 1995, 39-71; Al-Hasanī 1995, 41-72)।

শরীয়া মাকাসিদ তত্ত্বের চূড়ান্ত ধাপ (Crytallization)

হিজরী অষ্টম শতাব্দীর শেষলগ্নে ইমাম শাতিবীর [মৃ. ৭৯০ হি.] অনবদ্য সৃষ্টি "আল-মুওয়াফাক্বাত ফী উসূলিশ শারীয়াহ" এর মাধ্যমে মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ তত্ত্ব পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ গ্রন্থে ইমাম শাতিবী উসূল আল-ফিকহের প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহর সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং এই গ্রন্থের স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়কে মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহর তত্ত্ব ও প্রয়োগসহ বিস্তারিত আলোচনা জন্য নির্দিষ্ট করেন। এ গ্রন্থে তিনি প্রথমবারের মত মাকাসিদের সকল দিক সার্বিক ও সমন্বিতভাবে তুলে ধরেন। এজন্য তিনি মাকাসিদের জনক এবং প্রথম শিক্ষক হিসেবে পরিচিত।[৬] এ যুগে শাতিবীর পাশাপাশি আরো যারা মাকাসিদ তত্ত্বে অবদান রাখেন তাদের মধ্যে

৬. মুহাম্মাদ আল-তাহির আল-মাইসাভী "মাকাসিদুশ শারীয়াহ আল-ইসলামিয়্যা" এর ভূমিকাতে এমন মন্তব্য করেন (Ibn ʻĀshūr 2001, 139)।

ইবনে খালদুন [৮০৮ হি.], ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী [১১৭৬ হি.] এবং আশ-শাওকানী [১২৫০ হি.] প্রমুখ উল্লেখযোগ্য (Monawer & Abdur Rahman 2016, 155)।

শরীয়া মাকাসিদ তত্ত্বের নবযুগ

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইবন আশূর [মৃ. ১৩৯৩ হি.] এর বিশেষ সৃষ্টি "মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ" (Ibn ʻĀshūr 2001)-এর মাধ্যমে মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ এক নতুন ধাপে উপনীত হয়। তিনি মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহকে উসূল আল-ফিকহ থেকে আলাদা করার আহ্বান জানান এবং একে জ্ঞানের একটি নতুন শাখা হিসেবে বিবেচনা করেন। ইমাম শাতিবীর আলাদা অধ্যায়ে আলোচনার পর ইবনে আশূরই প্রথমবারের মত মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এ অনবদ্য সৃষ্টির জন্য তাঁকে মাকাসিদের দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৭] এই যুগে তাঁর পাশাপাশি আল্লাল আল-ফাসী [১৩৯৪ হি.] মাকাসিদ বিষয়ে "মাকাসিদুশ শারীয়াহ ওয়া মাকারিমুহা" (Al-Fāsī 1993) শিরোনামে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

আধুনিক যুগে শরীয়া মাকাসিদ বিষয়ে রচিত গ্রন্থাবলি

ইং	গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশনী
১	নাযারিয়্যাতুল মাকাসিদ ইন্দাস শাতিবী	ডঃ আহমাদ আল-রাইসূনী	আল-মাহাদ আল-'আলামী লিল ফিকরিল ইসলামী, লন্ডন
২	নাযারিয়্যাতুল মাকাসিদ ইন্দাল ইমাম মুহাম্মাদ আত-তাহির ইবনে আশুর	ইসমাঈল আল-হাসানী	আল-মাহাদ আল-'আলামী লিল ফিকরিল ইসলামী, লন্ডন
৩	মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ ইন্দা ইবনে তাইমিয়্যা	ইউসুফ আহমাদ মুহাম্মাদ আল-বাদাভী	দার আল-নাফায়িস, জর্দান
৪	দিরাসাতু ফী ফিকহি মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ	ডঃ ইউসুফ আল-কারাযাভী	দারুস শুরুক, কায়রো
৫	আহাম্মিয়্যাতুল মাকাসিদ ফিস শারীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া আসারুহা ফি ফাহমিন নাসসি ওয়া ইস্তিনবাতিল হুকম	সামিহ আব্দুল ওয়াহহাব আল-জুনদী	মুআসসাসাত আল-রিসালাহ, বৈরুত

৭. আল-মাইসাভী "মাকাসিদুশ শারীয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ" এর ভূমিকাতে এমন মন্তব্য করেন (Ibn ʻĀshūr 2001, 139)।

৬	আল-ইজতিহাদুল মাকাসিদীঃ হুজ্জিয়্যাতুহু ওয়া দাওয়াবিতুহু ওয়া মাজালাতুহ	নুরুদ্দীন ইবন মুখতার আল-খাদিমী	কিতাবুল উম্মাহ, সংখ্যা ৬৫, ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ-শু'উন আল-ইসলামিয়্যা, কাতার
৭	কাওয়ায়িদুল মাকাসিদ ইন্দাল ইমাম আশ-শাতিবী	ডঃ আব্দুর রহমান ইব্রাহীম আল-কাইলানী	দারুল ফিকর, বৈরুত
৮	মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ ইন্দা ইমামিল হারামাইন ওয়া আসারুহা ফীত তাসাররুফাতিল মালিয়্যাহ	হিশাম ইবন সাঈদ আযহার	মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ
৯	মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ ইন্দা ইবনিল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ	সামিহ আব্দুল ওয়াহহাব আল-জুনদী	নাইলাইন ইউনিভার্সিটি, সুদান
১০	মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ ইন্দাশ শাইখ আল-কারাযাভী	ডঃ জাসির আওদাহ	মুলতাকাল ইমাম আল-কারাযাভী ২০০৭, কাতার
১১	মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ ইন্দাল ইমাম আল-ইজ্জ ইবনি আব্দুস সালাম	ডঃ ওমর ইবনে সালিহ ইবনে ওমর	দার আল-নাফায়িস, জর্দান
১২	আল-মাকাসিদুল আম্মাহ লিশ শারীয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ	ডঃ ইউসুফ হামিদ আলিম	আদ-দারুল আলামিয়্যাহ লিল কিতাবিল ইসলামী, রিয়াদ
১৩	মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ ওয়া মাকারিমুহা	আল্লাল আল-ফাসী	দারুল গারবিল ইসলামী, বৈরুত
১৪	মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ ইন্দাল ইমাম আল-গাযালী	ইসমাঈল মুহাম্মাদ আল-সাঈদাত	মূতা ইউনিভার্সিটি, জর্দান
১৫	নাহওয়া তাফয়ীল মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ	জামালুদ্দীন আত্বিয়্যাহ	দারুল ফিকর, দামিশক
১৬	তুরুকুল কাশফি আন মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ	নুমান জুগাইম	দার আল-নাফায়িস, জর্দান
১৭	মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ বি আব'আদিন জাদীদাহ	আব্দুল মাজীদ আন-নাজ্জার	দারুল গারবিল ইসলামী, বৈরুত
১৮	Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law	Ahmad Al-Raysuni. Translated	IIIT, London
১৯	Ibn Ashur Treatise on Maqasid al-Shari'ah	Mohamed El-Tahir El-Mesawi	IIIT, London
২০	Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach	Jaseer Auda	IIIT, London

উপসংহার

মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ তত্ত্বের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা শীর্ষক এই প্রবন্ধ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমেই সাব্যস্ত এবং এ দুয়ের নির্দেশনাতেই নিহিত। এজন্য সাহাবা ও তাবিয়ীগণ তাঁদের ইজতিহাদ ও ফাতওয়ায় মাকাসিদকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অনুরূপভাবে ইসলামী আইন শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ অন্যান্য মুজতাহিদও তাঁদের ইজতিহাদে মাকাসিদের মৌলিক উপকরণ তথা ইসতিহসান, মাসালিহ ইত্যাদির মাধ্যমে মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহর প্রয়োগ করেছেন। মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহর তাত্ত্বিক আলোচনার সূচনা করেন আবুল হাসান আল-আমিরী। তাঁর সূচিত 'মাজাযির খামসা'কে ইমাম আর-জুওয়াইনী 'জরুরিয়্যাত খামসা' হিসেবে শনাক্ত করেন এবং পাশাপাশি গুরুত্বের বিবেচনায় মাকাসিদকে পাঁচ স্তরে বিভক্ত করেন। ইমাম জুওয়াইনীর শিষ্য ইমাম গাযালী তাঁর উল্লেখিত মাকাসিদের পাঁচ স্তরকে তিন স্তরে সীমাবদ্ধ করেন। ইমাম গাযালীর পর প্রায় সকল স্কলারই তাঁর আলোচিত মাকাসিদের মৌলিক প্রকরণকে অনুকরণ করেই বিভিন্নভাবে মাকাসিদের তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। ইমাম শাতিবী সর্বপ্রথম উসূল ফিকহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মাকাসিদ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পৃক্ত করেছেন এবং তাঁর 'মুওয়াফাক্বাত' গ্রন্থের নির্দিষ্ট একটি অধ্যায়ে মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহর তাত্ত্বিক রূপকে বিশেষ ও বিশদভাবে আলোচনা করে মাকাসিদ তত্ত্বকে তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছান। পরবর্তী যুগের স্কলারগণও শাতিবীর ধারাবাহিকতায় মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ তত্ত্বের বিভিন্ন দিক ও এর প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরিশেষে ইবন আশুর মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহকে ভিন্নভাবে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থে আলোচনা করেন এবং ফিকহের কয়েকটি অধ্যায়ে মাকাসিদ তথা আংশিক মাকাসিদ নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহকে স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্র হিসেবে দাবি করেন। এভাবে মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ নবযুগে পদার্পণ করে। সুতরাং এটি কুরআন ও সুন্নাহ বহির্ভূত কিংবা পরবর্তী স্কলারদের নব উদ্ভাবিত কোন তত্ত্ব নয়; বরং এটি ওহীর যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি ক্রমাগত একটি আইন দর্শন, যা মানব কল্যাণে নিবেদিত। অধিকন্তু, বর্তমান আধুনিক যুগ এবং পরবর্তী যুগেও মানবকল্যাণ নিশ্চিতকরণে শরীয়া মাকাসিদের বিকল্প নেই। তাই ইসলামী শিক্ষার সকল স্তরেই শরীয়া মাকাসিদের অনুধাবন অনস্বীকার্য।

BIBLIOGRAPHY

‘Abdur Rahmān Sālih Bābkār. 2002. *Al-Maqāsid fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Algeria: Online Publication. Available at http://k-tb.com/book/115070

‘Abdur Razzāq, Abū Bakr Ibn Humām al-San‘ānī. 1403H. Musannaf ‘Abdur Razzāq. Beirūt: Al-Maktab al-Islāmī.

Al-‘Āmirī, Abul Hasan Muḥammad Ibn Yūsuf. 1988. *Al-I‘lām bi Manāqibil Islām*. Riyād: Mu´assasatu Dāril Asālah.

Al-Asfahānī, Abul Husayn Ibn Muḥammad al-Rāghib. ND. *Al-Mufradāt*. Beirūt: Dārul Ma‘rifah.

Al-‘Askar, Mājid Ibn Abdullah Ibn Muhammad. 1435H. *Maqāsid al-Sharī‘ah fī al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah ‘inda Ibn Taymiyyah wa Atharuhā fī al-Ahkām al-Fiqhiyyah wa al-Nawāzil al-Māliyyah al-Mu‘āsarah*. PhD Thesis, Department of Sharī‘ah, Ummul Qurā University, KSA.

Al-Badawī, Yūsuf Aḥmad Muḥammad. ND. *Maqāṣid al-Sharī‘ah ‘inda Ibn Taymiyyah*. Jordan: Darun Nafā´is.

Al-Bukhārī, Imām Abū ‘Abdullah Muḥammad Ibn Ismā‘īl. *Al-Jāmi‘us Sahīh*. Annotated by Mustafā Dīb al-Bāghā. Beirūt: Dāru Ibnu Kathīr.

Al-Burhānī, Muhammad Hishām. 1986. *Sadd al-Zarā´i‘ fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Lebanon: Matba‘at al-Rayhānī.

Al-Dehlawī, Shah Waliyyullāh Ibn ‘Abdur Rahīm. 2005. *Hujjatullāhil Bālighah*. Annotated by al-Sayyid al-Sābiq. Beirūt: Darul Jīl.

Al-Fāsī, ‘Allāl. 1993. *Maqāsid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*. Al-Ribāt: Mu´assasat ‘Allāl al-Fāsī.

Al-Fīrūzābābī, Muhammad Ya‘qūb. 1952. *Al-Qāmūs al-Muhīt*. Al-Qāhirah: Matba‘at al-Bābī al-Halabī.

Al-Ghazālī, Abū Hāmid Muhammad Ibn Muhammad. 1413H. *Al-Mustasfā fī ‘Ilmil Usūl*. Beirūt: Dārul Kutubil ‘Ilmiyyah.

Al-Hasanī, Ismā‘īl. 1995. *Nazariyyatul Maqāsid ‘indal Imām Muhammad al- Tāhir Ibn ‘Ashūr*. London: International Institute of Islamic Thought.

Al-Jassās, Abū Bakr Ahmad Ibn ‘Alī Ibn al-Rāzī. 1985. *Al-Fusūl fī al-Usūl*. Annotated by ‘Ujayl Jāsim al-Nashmī. Kuwayt: Wazāratul Awqāf wa al-Shu´ūn al-Islāmiyyah.

Al-Jassās, Abū Bakr Ahmad Ibn ‘Alī Ibn al-Rāzī. 2014. *Aḥkāmul Qur´ān*. Beirūt: Dārul Fikr.

Al-Jundī, Samīh Abdul Wahhāb. 2008. *Ahammiyyat al-Maqāsid fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah wa Atharuhā fī Fahm al-Nassi wa Istinbātil Hukm*. Beirut: Mu´assasat al-Risālah.

Al-Juwaynī, Abul Ma‘ālī ‘Abdul Malik Ibn ‘Abdullah Ibn Yūsuf. 1418H. *Al-Burhān fī Usūlil Fiqh*. Annotated by Dr. Abdul ‘Azīm Mahmūd al-Dīb. Al-Mansūrah: Dārul Wafā.

Al-Khādimī, Nūruddīn Ibn Mukhtār. 1998. *Al-Ijtihādul Maqāsidī: Ḥujjiyyatuhū wa Ḍawābiṭuhū wa Majālātuh. Kitābul Ummah*: Vol. 65 (1st ed.). Duha: Ministry of Religious Endowment and Islamic Affairs.

Al-Murdāwī, ‘Alā´uddīn ‘Alī Ibn Sulaymān. 1414H. *Al-Insāf fī Ma‘rifat al-Rājiḥi minal Khilāf*. Annotated by Muḥammad Ḥāmid al-Faqqī. Beirūt: Dāru Iḥyā al-Turāth al-‘Arabī.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Dirāsāt fī Fiqhi Maqāṣid al-Sharī‘ah*. 2008. Al-Qāhirah: Dārush Shurūq.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. ND. *Al-Ijtihādu wa al-Tajdīdu bayna al-Ḍawābiṭ al-Shar‘iyyah wa al-Ḥājātil Mu‘āṣarah*. Kitābul Ummah: Vol. 19. Duha: Ministry of Religious Endowment and Islamic Affairs.

Al-Qurṭubī, Shamsuddīn Abū ‘Abdullāh Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abū Bakr Ibn Faraḥ al-Anṣārī. 2003. *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur´ān*. Riyāḍ: Dāru ‘Ālamil Kutub.

Al-Raysunī, Aḥmad. 1995. *Naẓariyyatul Maqāṣid ‘inda al-Shāṭibī*. London: International Institute of Islamic Thought.

Al-Raysunī, Aḥmad. 1999. *Al-Fiqhul Maqāsidī: Qawa‘iduhū wa Fawa´iduhū*. Al-Rabāṭ: Maṭba‘at al-Najāat al-Jadīdah.

Al-Raysūnī, Aḥmad. 2013. *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid al-Sharī‘ah*. Al-Manṣūrah: Dārul Kalimah.

Al-Sarakhsī, Shamsuddīn Abū Bakr Muḥmmad Ibn Abī Sahl. 1993. *Usūl al-Sarakhsī*. Beirūt: Dārul Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Sarakhsī, Shamsuddīn Abū Bakr Muḥmmad Ibn Abī Sahl. 2000. *Al-Mabsūṭ*. Beirūt: Dārul Fikr.

Al-Shaṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsa al-Lakhmī al-Gharnāṭī. 1981. *Al-I'tiṣām*. Beirūt: Dārul Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Shaṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsa al-Lakhmī al-Gharnāṭī. 1997. *Al-Muwāfaqāt fī Usūl Al-Sharī'ah*. Annotated by Abū 'Ubaydah Mashhūr Ibn Ḥasan Ālu Salmān. Cairo: Dāru Ibnu 'Affān.

Al-Shuwaykh, 'Ādil. 2000. *Ta'līlul Aḥkām fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Ṭanṭā: Dārul Bashī li al-Thaqāfah wal 'Ulūm.

Al-Tirmizī, Imām Abū 'Īsā Muḥammad Ibn 'Īsā Ibn Sawrah. 1998. *Sunan al-Tirmizī*. Annotated by Bashshār 'Awwāḍ Ma'rūf. Beirūt: Darul Gharbil Islāmī.

Al-Zubaydī, al-Sayyid Muhammad Murtada al-Husaynī. 1391H. *Tājul 'Arūs*. Annotated by 'Abdus Sattār Ahmad Farrāj. Dāru Iḥyā al-Turāth al-'Arabī.

Al-Zuḥaylī, Wahbah. 1985. *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuh*. Beirūt: Dārul Fikr.

Al-Zuḥaylī, Wahbah. 1986. *Usūlul Fiqhil Islāmī*. Beirūt: Dārul Fikr.

'Arqāwī, Ḥasīb. Ahkāmut Tas'īr fī al-Fiqh al-Islāmī. 2015. *The Journal of Islamic Civilization Studies*. 1 (2): 268-286. Available at http://imad.dpu.edu.tr

'Ayāḍ, Al-Qāḍī. 1983. *Tartībul Madārik wa Taqrībul Masā'il li Ma'rifati A'lāmi Madhhabi Mālik*. Morocco: Wazāratul Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah.

Azhar, Hishām Ibn Sa'īd. 2010. *Maqāṣid al-Sharī'ah 'inda Imāmil Ḥaramayn wa Atharuhā fī al-Taṣarrufāt al-Māliyyah*. Riyāḍ: Maktabat al-Rushd.

Ibn 'Āshūr, Muḥammad al-Tāhir. 2001. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Annotated by Muḥammad al-Ṭāhir al-Maysāwī. Al-Urdun: Dārun Nafā'is.

Ibn Fāris, Abul Ḥusayn Aḥmad. 1970. *Maqāyis al-Lughah*. Al-Qāhirah: Maṭba'at al-Bābī al-Ḥalabī.

Ibn Manzūr, Abul Faḍl Jamāluddīn Ibn Mukram al-Miṣrī. 1992. *Lisānul 'Arab*. Beirūt: Dāru Ṣādir.

Ibn Taymiyyah, Taqiyyuddīn Abul 'Abbās Aḥmad Ibn 'Abdul Ḥalīm al-Ḥarrāī. 1996. *Bayānud Dalīl 'alā Buṭlanit Taḥlīl. Annotated by Dr. Fayḥān al-Muṭayrī*. Al-Mamlakat al-'Arabiyyah al-Sa'ūdiyyah: Maktabat Aḍwa'un Nahār.

Ibnul 'Arabī, Imām Abū Bakr al-Mālikī. 1997. *'Āriḍatul Aḥwadhī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Tirmizī*. Annotated by Jamāl Mar'ashlī. Beirūt: Dārul Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibnul Athīr, Majduddīn Abus Sa'ādāt al-Mubārak Muḥammad al-Jazarī. 2002. *Al-Nihāyah fī Gharībil Ḥadīthi wal Athār*. Annotated by Abū 'Abdur Raḥān Ṣalāh Ibn Muḥammad 'Uwayḍah. Beirūt: Dārul Kutubil 'Ilmiyyah.

Ibnul Qayyim, Shamsuddīn Abū 'Abdullāh Muḥammad al-Jawziyyah. 1432H. *Miftāḥu Dāris Sa'ādah*. Annotated by 'Abdur Raḥman Ibn Ḥasan Ibn Qā'id. Jiddah: Majma' al-Fiqh al-Islāmī.

Ibnul Qayyim, Shamsuddīn Abū 'Abdullāh Muḥammad al-Jawziyyah. 1998. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabbil 'Ālamīn*. Riyāḍ: Dārul Muyassar.

Imām, Muḥmmad Kamāluddīn. 2007. *Al-Dalīlul Irshādī ilā Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. London: Al-Furqān Islamic Heritage Foundation.

Monawer, Abu Talib Mohammad & Abdur Rahman, Noor Naemah. 2016. The Theory of Maqāṣid al-Sharī'ah: A literature Review and Research Agenda, *Maqasid al-Shariah: Consep dan Pendakatan*. Published by department of Fiqh and Usul al-Fiqh, Academy of Islamic studies, University of Malaya.

Mukhtār, Aḥmad Wifāq. 2014. *Maqāṣid al-Sharī'ah 'inda al-Imām al-Shāfi'ī*. Al-Qāhirah: Dārus Salām.

Rabī'ah, 'Abdul 'Azīz Ibn 'Abdur Raḥmān Ibn 'Alī. 2002. *'Ilmu Maqāṣid al-Shāri'*. Riyād: Fihrasat Maktabat al-Malik Fahad al-Wataniyyah.